তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজ ৮

যাকাতের মাসায়েল

মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
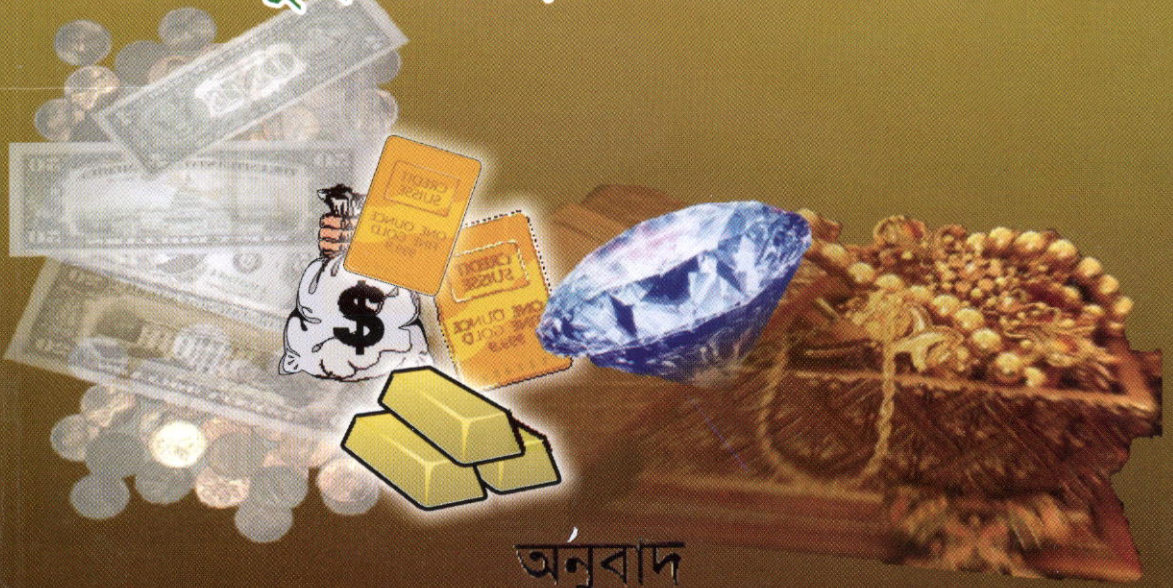
অনুবাদ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

প্রকাশনায়ঃ

রিয়াদ মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম

8

تَفهيمُ السُّنَّة

كتاب الزكاة

(باللغة البنغالية)

تاليف

محمد اقبال كيلا نی

ترجمه

محمد هارون العزيزی الندوی

مكتبة بيت السلام الرياض

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ- ৮

যাকাতের মাসায়েল

প্রণেতাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

ⓒ محمد إقبال كيلانى، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلانى ، محمد إقبال
كتاب الزكاة ، محمد إقبال كيلانى - ط٢
الرياض ١٤٣٤هـ
ردمك: ٩- ١٩٥٠- ٠١- ٦٠٣- ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١- الزكاة أ العنوان

ديوي ٢٥٢،٤ ١٤٣٤/٣٥٧٦

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٣٥٧٦
ردمك ٩- ١٩٥٠- ٠١- ٦٠٣- ٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

ص ب 16737 ، الرياض 11474

فون: 4381122، 4381158، فاكس: 4385991

جوال: 0542666646 / 0505440147

সূচীপত্র

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد)

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি বাধা দেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল ,তখন এ মূল নীতিটি বারংরার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

(ياايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم)

অর্থ ঃ " হে ঈমানদ্বার গণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না" (সূরা মোহাম্মদ - ৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদ লেহান করেছে। কিন্ত যখন উম্মতের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা,বিধি-বিধান, মূল নীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উম্মত পশ্চাদ মুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্‌) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এবলে যে,

(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها)

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্ভনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না।অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখ্য জনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে, আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলে গেছেন।

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে জড়ানো, যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আন্জম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন।যা যুবক ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স । লিখক তাফহিমুস্সুন্নায় মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের গুনৃজায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোন কোন মাসলা মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে । আল্লাহ্ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক।

সফীউররহমান মোবারক পুরী
২০শে সফর ১৪২১ হি ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আ'লামীনের জন্য। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপরও।

'যাকাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল, পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। শরীয়তের পরিভাষায় 'যাকাত' বলা হয়, সেই বিশেষ আর্থিক দানকে যা বিশেষ পরিমাণে সম্পদশালী সকল মুসলিমের উপর ফরয হয়। ছালাত বা নামাযের পর স্রষ্টা এবং বান্দার মধ্যকার বাস্তব সম্পর্কের দ্বিতীয় মাইলফলক হল, ইসলামের মৌলিক ইবাদতের দ্বিতীয় রুকন যাকাত। যাকাতের আর একটি নাম হল 'ছদকা', যা সাধারণতঃ প্রত্যেক শারিরীক ও আর্থিক সাহায্য ও পূণ্যকে বুঝায়।

যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত এবং ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। এতে রয়েছে মানুষের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন অনেক কল্যাণ ও উপকার। আর এর মাধ্যমে মানুষের অর্থ-সম্পদ পবিত্র হয় এবং প্রবৃদ্ধি পায় বিধায় এর নাম রাখা হয়েছে 'যাকাত'।

কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা যাকাত ফরয হওয়া প্রমাণিত। যে ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অবহেলা করে আদায় করবেনা সে ফাসিক এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য হবে। পূর্বের সকল আসমানী শরীয়তে যাকাতের বিধান ফরয ছিল। কুরআন মজীদে ছালাতের সাথে সাথে বিরাশী বারের মত যাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মজিদে তাগিদের সহিত বলা হয়েছে যে, বিত্তশালী মুসলিমদের সম্পদে যাকাত পরিমাণ অংশ গরীব-মিসকীনদের হক বা অধিকার। এটা গরীবের প্রতি ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ ও করুণা নয়। যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের কাফির-মুশরিক বলা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ রয়েছে। আর তাদেরকে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। যাকাতের এহেন গুরুত্বের কারণে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াফাতের পর যখন কিছু লোকেরা যাকাত প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করল তখন প্রথম খলীফা আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বললেনঃ 'আল্লাহর শপথ! যারা ছালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব'। (সহীহ আল্ বুখারী।) এর দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা একেবারেই সহজ।

পক্ষান্তরে যাকাতের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনেক উপকার। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়কারী পাপমুক্ত হয়, কার্পণ্য থেকে বাঁচতে পারে, আত্মশুদ্ধি লাভ হয়, ইলাহী কুদরাতের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আখেরাতে

অনেক নেকীর অধীকারী হয়। আর সামাজিক উপকার হলো দারিদ্র বিমোচন, আর্তমানবতায় সেবা এবং ইসলামী বায়তুলমাল গঠনের মাধ্যমে সমাজকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুট-পাট ও আত্মসাৎ ইত্যাদি বড় বড় অপরাধ থেকে মুক্ত করা।

সৌদি আরব রিয়াদে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের আলোকে **'কিতাবুয্ যাকাত' (যাকাতের মাসায়েল)** নামে একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করেছেন। যাতে তিনি যাকাতের ব্যাখ্যা, ফযীলত, গুরুত্ব, নেছাব, বিধান ইত্যাদি যাকাত সম্পর্কীয় অনেক বিষয়ে আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। শুরুতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংযোগ করেছেন যাতে যাকাতের বিভিন্ন উপকারিতার বিশদ বিবরণ এবং পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। লেখকের বিশেষ অনুরোধে মেলা ব্যস্থতার মধ্য দিয়েও বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে মর্জি করি। আশা করি বাংলা পাঠক-পাঠিকারা এই বই পড়ে যাকাত সম্পর্কে সুদৃঢ় ও সঠিক ইসলামী ধারণা গ্রহন করতে সক্ষম হবেন।

বাহরাইনে অবস্থিত শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব এর সুপরামর্শে কয়েকটি জায়গায় জরুরী টীকা সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাছাই করণে আগ্রহী হলাম। আর তাঁর বিশেষ সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন হল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে উত্তম বদলা দান করুন। কম্পোজের ক্ষেত্রে স্নেহভাজন মৌলভী মুহিব্বুল্লাহ সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআ'লা তাকেও এবং আরো যারা আমাকে বই তৈরীর ক্ষেত্রে কোন না কোন উপায়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যেন তিনি পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পরামর্শদাতা, সহযোগী, পাঠক-পাঠীকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রচারক সবার জন্য ইহকালে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহন করুন। আমীন।

বারবার, বাহরাইন ঃ
০১/০১/১৪২৮ হিজরী
২০/০১/২০০৭ ইংরেজী

বিনীত ঃ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব জামে আব্দুল্লাহ এতীম
পোষ্ট ঃ ১২৮, মানামা, বাহরাইন।
ফোন ঃ + 973/39805926

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . أَمَّا بَعْـــدُ!

নামাযের পর 'যাকাত' দ্বীনে ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কুরআন মজীদে বিরাশী বার তাকীদপূর্ণ আদেশ এসেছে। যাকাত শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ফরয নয়। বরং এদের পূর্বে সকল জাতির উপরও ফরয ছিল। কুরআন মজীদ যাকাত আদায়কারীদেরকে 'সত্য ঈমানদার' সাব্যস্ত করেছে।

اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . أُوْلَـــئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ . (سورة انفال: 3-4)

যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে আর যা কিছু আমি তাদের দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, তারা সত্যিকারের ঈমানদার। (সুরা আনফালঃ ৩, ৪।)

সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী লোকেরা কিয়ামতের দিন সব রকমের ভয় ও চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ .(البقرة: الأية، 277)

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের প্রতিদান তাদের প্রভূর কাছে রয়েছে। তাদের জন্য ভয় ও চিন্তার কোন কারণ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৭)

যাকাত আদায় করা পাপের কাফফারা এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের অনেক বড় কারণ। আল্লাহ তা'আলা রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আদেশ দিয়েছেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا (التوبة: الأية ، 103)

হে নবী! আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহন করুন। যেন তাদের (পাপ থেকে) পবিত্র করেন আর তাদের (মর্যাদা) বৃদ্ধি করেন। (সূরা তাওবাঃ ১০৩)

যাকাত আদায় করলে শুধু যে পাপ ক্ষমা হয় তা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা এরূপ সম্পদকে বৃদ্ধি করে দেন। সূরা রূমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ . (الروم: الأية ، 39)

আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত দিয়ে থাক তার দ্বারা আদায়কারী নিজেই নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে। (সূরা রুমঃ ৩৯)

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথম অর্থ মতে এই ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ হালাল এবং পবিত্র হয় এবং আত্মা সকল পাপ ও অনিষ্ট থেকে পবিত্র হয়। দ্বিতীয় অর্থ মতে যাকাত আদায়ের দ্বারা শুধু যে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তা নয় বরং তার ছাওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।

যাকাত আদায়ের এসকল উপকারিতার সাথে যাকাত আদায় না করলে কি ক্ষতি হয় তার প্রতিও একটু দৃষ্টি দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআ'লা সূরা হামীম সাজদায় যাকাত আদায় না করাকে কুফর এবং শিরক এর নিদর্শন বলেছেন।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . (حم السجدة : الأية ، 6،7)

সেই সকল মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করেনা এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে। (সূরা হামীম সাজদাঃ ৬, ৭।)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। (ত্বাবরানী) অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ যারা যাকাত আদায় করেনা তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। (ত্বাবরানী) পৃথিবীতে এসকল ধ্বংস ছাড়াও আখেরাতে এসকল লোকদের যে শাস্তি দেয়া হবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা সূরা তাওবায় বর্ণনা করেছেনঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. (التوبة : 34، 35)

"আর যারা সোনা ও রূপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে [যাকাত না দিয়ে] জমা করে রাখবে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। এটি হল, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছ অতএব তোমাদের সঞ্চিত ভান্ডারের স্বাদ গ্রহন কর"। (তাওবাঃ ৩৪, ৩৫।)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে পরিণত হবে। সেই সাপ তাকে একথা বলে দংশন করতে থাকবে যে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। (বুখারী।)

যে সকল জন্তুর যাকাত আদায় করা হবেনা সেগুলোর ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সে সকল জন্তু কিয়ামতের দিন নিজ নিজ মালিক কে পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত লাগাতর শিং দ্বারা গুঁতাতে থাকবে এবং পায়ের নীচে দলন করতে থাকবে। (মুসলিম।)

মি'রাজ রজনীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোক দেখলেন, যাদের আগে পিছে কিছু টুকরা লটকিতেছিল এবং তারা জন্তুর ন্যায় যাক্কুম কাঁটা এবং আগুনের পাথর খাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেনঃ এরা সে সকল লোক যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে না। (বাযযার)।

মনে রাখবেন, উক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহে আখেরাতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কাফেরদের জন্য নয়, বরং সে সকল মুসলমানের জন্য যারা কালেমা

শাহাদাত স্বীকার করা, নামায-রোযা আদায় করা সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেনা।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত আদায় কর, যেন তোমার ইসলাম পরিপূর্ণ হয়। (বাযযার) এর স্পষ্ট অর্থ হল যাকাত ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। এই কারণেই তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন কিছু লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন ভাবে যুদ্ধ করলেন যেন কোন কাফেরের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে। অথচ তারা কালেমায়ে তাওহীদ স্বীকার করত। যারা নামায এবং যাকাত আদায় করেনা তাদের বিরুদ্ধে সকল ছাহাবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার নামায রোযা ইত্যাদি বেকার হবে।

কুরআন মজীদের আয়াত এবং হাদীস সমূহের দৃষ্টিতে এটা অনুমান করা দুস্কর হয় না যে, ইসলামের রুকন 'যাকাত' এর উপর ঈমান আনা এবং সে মতে আমল করা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। এছাড়া এর দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, যেহেতু যাকাত ইসলামের পরিপূর্ণতা, পাপের কাফফারা, আত্মার পবিত্রতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের বড় কারণ, সেহেতু এটি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ইবাদাত, শুধু অন্য কোন ইবাদাত এর কারণ বা উপায় নয়।

সর্বোত্তম চরিত্রের পরিচর্চাঃ

সৃষ্টিকর্তা কুরআন মজীদে মানুষের যে সকল দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন, সে গুলোর মধ্যে একটি হল সম্পদের মায়া। কোথাও আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেনঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ অর্থাৎ মানুষ সম্পদের ভালবাসায় ভালভাবে লিপ্ত। (সূরা আদিয়াতঃ ৮।) কোথাও বলেছেনঃ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا অর্থাৎ তোমরা সম্পদের মায়ায় মগ্ন আছ। (সূরা আল্ ফজর ঃ ২০।) আবার কোথাও বলেছেনঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। (সূরা তাগাবুনঃ ১৫।)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে একটি ফিতনা বা পরীক্ষার বিষয়। আমার উম্মতের পরীক্ষার বিষয় হল, সম্পদ। (তিরমিযী)।

সূরা নূনে আল্লাহ তা'আলা একটি বড় শিক্ষনীয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত সৎ এবং দানশীল। তার কাছে ছিল একটি বাগান। সে বাগানের উৎপাদন থেকে ঘর বাড়ী এবং ক্ষেত-খামারের যাবতীয় খরচ বের করে বাকী অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিত। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে অনেক বেশী বরকত দান করেছিলেন। সে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সন্তানেরা পরামর্শ করল এবং বললঃ আমাদের বাবা ছিল বুদ্ধিহীন। তাই তিনি এত মোটা অংকের টাকা গরীব এবং মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ভবিষ্যতে আমরা যদি এসকল সম্পদ নিজের

কাছে রাখতে পারি তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি ধনী হতে পারব। তাই যখন ফসল পাকল এবং কাটার সময় হল তখন তারা রাত্রে শপথ করল যে, আমরা ভোর সকালে বাগানে পৌঁছব এবং অন্য কাউকে খবর দিবনা। যেন কোন ভিক্ষুক বা মুখাপেক্ষী এসে কিছু চাইতে না পারে। কথা মত সবাই শেষ রাতে ঘর থেকে চুপে চুপে বের হল। যখন বাগানে পৌঁছল তখন অবস্থা দেখে আশ্চার্য্যান্বীত এবং অবাক হয়ে পড়ল যে, এত সুন্দর সুজলা সুফলা বাগান ভষ্মিভূত হয়ে ছাই হয়ে গেল। প্রথমে মনে করল, হয়ত তারা রাস্তা ভুলে গেছে। কিন্তু যখন তাদের বোধ শক্তি ফিরে আসল তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল যে, এটি তো তাদের বাগান। তখন তাদের কাছে নিজের অপরাধের খবর হল। এবং পরস্পর র্ভৎষণা করল এবং নিম্ম বর্ণিত ভাষায় পাপ স্বীকার করল। قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. অর্থাৎ তারা বললঃ হাই আফসোস আমরা তো আসলেই অপরাধী এবং সীমালঙ্গঁন কারী ছিলাম। (সূরা নূনঃ ৩১)

আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার ব্যাপারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু লোমহর্ষক ভাষায় আলোচনা করে বলেছেনঃ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. অর্থাৎ এভাবেই হল পৃথিবীর শাস্তি। আর আখেরাতের শাস্তি তো এর চেয়ে অনেক গুণ বেশী। যদি তারা জানে। (সূরা নূনঃ ৩৩)

কুরআন মজীদের এই ঘটনা থেকে এটা অনুমান করা দুস্কর নয় যে, সম্পদ মানুষের জন্য বড় পরীক্ষার বিষয়। সূরা নূনে বর্ণিত চরিত্রের মত অনেক চরিত্র আজকে আমাদের আশেপাশে আমরা দেখি, যারা সম্পদের লোভে শুধু যে তাদের দ্বীন-ঈমানকে ধ্বংস করেছে তা নয়, বরং তারা তাদের দুনিয়াকেও ধ্বংস করেছে।

সম্পদের এই মোহ মানুষের মধ্যে কৃপণতা, লোভ-লালসা, স্বার্থবাদীতা এবং কঠোরতার মত কুচরিত্র সৃষ্টি করে তাকে মিথ্যা, ধোকা, অত্যাচার, অপহরণ, অধিকার হরণ এবং লুট-পাট ইত্যাদি বড় বড় পাপে লিপ্ত করে দেয়। এগুলো শুধু পৃথিবীতে ফ্যাসাদের কারণ হয় যে তা নয়, বরং মানুষের আখেরাতও ধ্বংস করে দেয়। যাকাত কে ফরয ইবাদতের স্থান দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে সম্পদের মায়া, ভালবাসা হ্রাস করে উচ্চ মানবতার চরিত্র যথাঃ অন্যকে প্রধান্য দান, ত্যাগ, সদ্ব্যবহার, দানশীলতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্কিতা, নম্রতা, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি জাগ্রত করতে চান। তাই আমরা দেখছি যে, পূর্বের ইসলামী সমাজে উল্লেখিত সকল চরিত্রের উদাহরণ এত বেশী পাওয়া যায় যে, যেন সকল ছাহাবী সম্পূর্ণরূপে উক্ত চরিত্রের উপর লালিত পালিত হয়েছিলেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে কতিপয় ছাহাবী তৃষ্ণায় কাতর ছিল এমন সময় এক মুসলিম পানি নিয়ে আসল এবং আহত মুজাহিদদের সামনে পেশ করল। প্রথম ব্যক্তি বললঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পান করাও। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ তৃতীয় ব্যক্তিকে পান করাও। লোকটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছার পূর্বে প্রথম ব্যক্তি ইহকাল ত্যাগ করলেন। তখন দ্বিতীয় জনের কাছে যেতে

চাইলে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন অতঃপর যখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল তখন তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। (ইবনু কাছীর।)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নের ঘটনাটি মানবতার ইতিহাসে ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং অন্যকে প্রধান্য দেয়ার বেলায় এক বিরল ঘটনা। এক ব্যক্তি রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খুবই ক্ষুধার্ত আমাকে খাবার দেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দপে দপে তাঁর সকল ঘরে মানুষ পাঠালেন। প্রত্যেক ঘর থেকে একই উত্তর আসল যে, আজকে তো আমাদের নিজের জন্যেও কিছু নেই। অতঃপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন। কে আজ রাত এই ব্যক্তিকে মেহমান বানাবে? আবু তালহা (রাঃ) উঠে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমিই তাকে মেহমান বানাব। তারপর তিনি তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেনঃ ইনি হলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেহমান। আমরা খেতে পারি বা না পারি তাকে অবশ্যই খাবার দিতে হবে। স্ত্রী বললঃ ঘরে বাচ্চাদের খাবারের উদ্দেশ্যে কতিপয় টুকরা আছে মাত্র। আবুতালহা (রাঃ) বললেনঃ বাচ্ছাদেরকে যে কোন উপায়ে ঘুমিয়ে রাখ। আর যখন আমরা খেথতে বসব তখন তুমি কোন উপায় করে চেরাগ নিবিয়ে দাও। তারপর আমি এমনেই পাশে বসে থাকব আর ইতিমধ্যে মেহমান পেটভরে খেয়ে ফেলবে। উভয় মিলে তাই করল। সকালে যখন আবুতালহা (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাজে আল্লাহ তা'আলা অনেক খুশী হয়েছেন এবং হেঁসেছেন। আর নিম্নের এই আয়াত নাযিল করেছেন। وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "আর তারা নিজ মুখাপেক্ষিতা সত্বেও অন্যকে নিজের উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন"। (সুরা হাশরঃ ৯।)

একধাপ এগিয়েঃ

নেছাব সম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদে অন্ততঃ যাকাত হল এমন একটি পরিমাণ যা বার্ষিক নিয়মিত আদায় না করে কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে 'মুসলিম' থাকতে পারেনা। কিন্তু ইসলামী সমাজে নিঃস্ব, অসহায়, এতীম, বিধবা এবং অপারগদের দুঃখে অংশগ্রহন করার জন্যে এবং আসমানী বালা মুছীবত যথাঃ ভূমিকম্প, প্লাবন এবং দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ভাই বোনদের সাহায্যার্থে ইসলামে আল্লাহর রাস্তায় দান করার গুরুত্ব যাকাতের চেয়ে অনেক বেশী। কুরআন ও হাদীসে অধিকহারে নফল দান-খায়রাত এবং ছদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত নিম্নে দ্রষ্টব্য। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

"যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হল, একটি দানার ন্যায় যার থেকে সাতটি শীষ বের হয়। প্রত্যেক শীষে একশ দানা থাকে। আর আল্লাহ তাআ'লা যাকে চান অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ তাআ'লা অনেক প্রশস্ত এবং জ্ঞানি"। (বাকারাঃ ২৬১।)

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.

যদি তোমরা আল্লাহ কে কর্য দাও উত্তম কর্য। তিনি তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ শোকরগুজার এবং ধৈর্যশীল।(তাগাবুনঃ ১৭।)

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

তোমরা কখনো সৎ বা নেকী পাবেনা যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তার সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবে জানাবেন। (সূরা আলে ইমরানঃ ৯২।)

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

কে এমন আছে যে আল্লাহকে কর্য দিবে উত্তম কর্য। ফলে আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তাঁর জন্য রয়েছে সম্মানিত বদলা (হাদীদঃ ১১।)

দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে কতিপয় হাদীসঃ

১. ছদকা আল্লাহর রাগ ঠান্ডা করে এবং অপমৃত্যু থেকে বাঁচায়। (মুসনাদু আহমদ।)
২. কিয়ামতের দিন ঈমানদার তার ছদকার ছায়ায় থাকবে। (মুসনাদু আহমদ।)
৩. তাড়াতাড়ি ছদকা কর। কারণ বালা মুছীবত ছদকাকে অতিক্রম করে না। (রযীন।)
৪. ছদকা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে ঢাল হবে। (ত্বাবরানী।)
৫. ছদকার দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। (মুসলিম।)
৬. যে ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশম পরাবেন। যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দিবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে জান্নাতের ফল খাবাবেন। যে ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে উত্তম পানীয় পান করাবেন। (আবুদাউদ, তিরমিযী।)
৭. সেই ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনে নি যে রাত্রে পেট ভরে খেয়ে ঘুমাল অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত রাত কাটাল আর সে তা জানত। (ত্বাবরানী)।
৮. আমি এবং এতীমের (আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়) দায়িত্ব বহনকারী জান্নাতে এভাবে এক সাথে থাকব। (তিনি দুটি আঙ্গুল খাঁড়া করে এই কথা বললেন।)-মুসলিম।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় দান করার ব্যাপারে মৌখিক উৎসাহ প্রদান ব্যতীত উম্মতের সামনে এমন আমলী উদাহরণ পেশ করেছেন যা বস্তুত

কুরআনের আয়াত এবং হাদীস সমূহের উত্তম ব্যাখ্যা। এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু চাইল। তখন তিনি বললেনঃ বসে পড় আল্লাহ দিবেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তৃতীয় ব্যক্তি আসল। তিনি সবাইকে বসালেন। কারণ তখন তাঁর কাছে দেয়ার মত কিছু ছিল না। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে চারটি রৌপ্য মুদ্রা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করল। তখন তিনি তিন প্রশ্নকারীদেরকে এক এক করে তিনটি দিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ গ্রহণকারী আরো কেউ আছে কি? সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিলনা যে তা গ্রহন করবে। অতঃপর যখন রাত হল তখন তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। বার বার পাশ বদলাচ্ছিলেন কিংবা উঠে নামায পড়ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হল? আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? বললেনঃ না। দ্বিতীয় বার আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ তাহলে কোন আদেশ আবতীর্ণ হয়েছে কি? যার কারণে হয়ত এ অস্থিরতা বোধ করছেন? বললেনঃ না। উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ) বললেনঃ তাহলে আপনার ঘুম আসছেন না কেন? তখন তিনি রূপার একটি মুদ্রা বের করে দেখিয়ে বললেনঃ এটি হল সেই জিনিস যা আমাকে অস্থির করে দিয়েছে। ভয় হচ্ছে এটি খরচ করার পূর্বে কোন মৃত্যু চলে আসে নাকি। (রাহমাতুল্লিল আলামীন)

হুনাইন যুদ্ধের সময় ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, এক হাজার ছাগল এবং চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা (এক কিলোগ্রাম) গণীমত হিসেবে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পদ মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ঘর থেকে যে ভাবে এসেছিলেন সেভাবেই ফিরে গেলেন। (রাহমাতুল্লিল আলামীন।)

এক ব্যক্তি এসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু চাইল। তিনি বললেনঃ এখন তো আমার কাছে দেয়ার মত কিছু নেই। তবে আমার নামে কিছু ক্রয় করে নাও। আমি পরে এই কর্য আদায় করে দেব। একথা শুনে উমর (রাঃ) বললেনঃ যা আপনার সাধ্যের বাইরে তার জন্য তো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কষ্ট দেননি। তিনি একথাটি পছন্দ করলেন না। তখন এক আনসারী ছাহাবী বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি খরচ করতে থাকেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দারিদ্রের ভয় করবেন না। একথা শুনে মুস্কি হেসে বললেনঃ আমাকে এর আদেশ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ আমলের অনুসরণ করতঃ তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণ আল্লাহর রাস্তায় দানের ব্যাপারে এমন এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন যার নজীর পেশ করা থেকে পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাস অক্ষম।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ) কে একলক্ষ দেরহাম দিলেন। যা তিনি তৎক্ষণাৎ দরিদ্র এবং নিঃস্বদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সে দিন তিনি রোযাবস্থায় ছিলেন। কাজের মেয়ে বললঃ যদি আপনি ইফতারের জন্য কিছু রেখে দিতেন তাহলে অনেক ভাল হত। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ যদি তখন স্মরণ করে দিতে তাহলে হয়ত কিছু রেখে দিতাম। (মুস্তাদরাক-হাকিম।)

সূরা বাকারার এই আয়াত مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا (কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে?) যখন অবতীর্ণ হল। তখন এক ছাহাবী আবুদাহদাহ (রাঃ) এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছ থেকে কর্য চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। ছাহাবী বললেনঃ আপনার হাত দেন। তারপর তাঁর হাতে হাত দিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ আছে, আমি তাসব আল্লাহ তা'আলাকে কর্য দিয়ে দিলাম। অতঃপর সরাসরী বাগানে গিয়ে বাইর থেকে স্ত্রীকে ডেকে বললেনঃ বাচ্ছাদের নিয়ে বের হয়ে চলে এসো। আমি এই বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছি। (ইবনু আবি হাতিম।)

আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সময়ে একদা দুর্ভীক্ষ হল। লোকজন তাঁর কাছে আসল। তিনি বললেনঃ কাল তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে। পরের দিন সকালে উসমান (রাঃ) খাদ্যসামগ্রীতে ভর্তি এক হাজার উট নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। মদীনার ব্যবসায়ীরা উসমান (রাঃ) এর কাছে এসে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করতে চাইল যেন বাজারে বিক্রি করতে পারে এবং মানুষের সমস্যা দুর হয়। উসমান (রাঃ) বললেনঃ আমি এসকল খাদ্যসামগ্রী সিরিয়া থেকে এনেছি। তোমরা আমাকে কত লাভ দিবে? ব্যবসায়ীরা বললঃ দশে বার দেব। উসমান (রাঃ) বললেনঃ আমি তার চেয়েও বেশী পাব। ব্যবসায়ীরা দশে চৌদ্দ দেয়ার কথা বলল। উসমান (রাঃ) বললেনঃ আমি তার চেয়েও বেশী পাব। তখন তারা বললঃ আমাদের চেয়ে বেশী কে দিবে? মদীনার ব্যবসায়ী তো আমরাই। উসমান বললেনঃ আমি প্রত্যেক দেরহামের পরিবর্তে দশ দেরহাম পাব। তোমরা কি তার চেয়ে বেশী দিতে পারবে? ব্যবসায়ীরা বললঃ না। উসমান বললেনঃ হে ব্যবসায়ীরা! তোমরা সাক্ষী থাক, এসব খাদ্যসামগ্রী আমি মদীনার দরিদ্রদের জন্য ছদকা করে দিলাম। (ইযালাতুল খাফা- শাহ ওয়ালী উল্লাহ।)

সূরা আলে ইমরান এর আয়াত- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (তোমরা কখনো নেকী পাবেনা যতক্ষণ না যা তোমরা ভালবাস তা থেকে খরচ করবে।)- শুনে আবুতালহা (রাঃ) নিজের সর্বোত্তম বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) নিজের পছন্দনীয় বান্দি আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত করে দিলেন। (তাফসীরে ইবনু কাসীর) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ) একদা খাদ্যসামগ্রীসহ একশত উট ছদকা করে ছিলেন। (আবুনুআইম)। সাঈদ ইবনু আমের (রাঃ) উমর (রাঃ) এর সময়ে 'হিমছ' (সিরিয়ার একটি প্রদেশ) এর গভর্ণর ছিলেন। তিনি যখন মাসিক বেতন পেতেন তখন পরিবার-পরিজনদের জন্য পানাহারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খরিদ করে অবশিষ্ট পয়সা ছদকা করে দিতেন। (আবুনুআইম।)

এগুলোই হলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার আসল মাপকাঠি যার উপর ইসলাম তার অনুসারীদের দেখতে চায়। এসকল গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা পায়, যাতে থাকে না কোন ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, এবং কোন দুর্দশাগ্রস্থ

কিংবা দুরাবস্থায় পতিত ও অসহায় ব্যক্তি। কোন এতীম বা বিধবা বঞ্চণাবোধের শিকার হয় না। এরূপ সমাজ ও পরিবেশের কথা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাষায় বলেছেনঃ পারস্পরিক মায়া মুহাব্বত এবং সহানুভুতি হিসেবে মুসলমানদের দৃষ্টান্ত হল, এক শরীরের ন্যায়। যদি কোন এক অংশ কষ্ট পায়, তখন পূর্ণ শরীর বৃদ্ধি তাপমাত্রা এবং অতন্দ্রায় ভোগে। (বুখারী, মুসলিম।)

যাকাত আদর্শ অর্থনীতির মূলভিত্তিঃ

প্রায় দু-শ বছর পূর্বে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এবং 'চিন্তা স্বাধীনতা' ইত্যাদি অতি সুন্দর শব্দের আড়ালে পুঁজিবাদী চিন্তাধারাকে পৃথিবীতে একটি নীতি হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছিল। যার ভিত্তি ছিল এই দর্শনের উপর যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের পূর্ণ মালিক এবং অধিকারী। যেখানে যেভাবে ইচ্ছা সে খরচ করতে পারে। এর দ্বারা সমাজে যেরূপ প্রভাবই সৃষ্টি হোক না কেন। আর তার দ্বারা তার চরিত্র ও শিষ্টাচার ধ্বংস হোক বা গোটা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রচার হোক তাতে কি আসে যায়। পূঁজিবাদী নীতি এগুলোর কোন তোয়াক্কা করেনা। আর এভাবে বেশী সম্পদ অর্জনের লোভ অনেক ঘরের শান্তি বিলীন হয়ে যাক, কিংবা পূরা জাতি তার সম্পদের মোহের বলী হয়ে যাক, পুঁজিবাদী নীতি তার উপরও কোন আইনগত বা চারিত্রিক বাধ্যবাদকতা আরোপ করেনা। এই নির্দয় ও কঠোর শয়তানী নীতিতে যেখানে নেই মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠের কোন মূল্যায়ন, সেখানে অর্থনীতি হিসেবেও সম্পদ শুধু বিত্তশালীদের হাতের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। পক্ষান্তরে সম্পদহারা লোকেরা ঋণের উপর ঋণ এবং সূদের উপর সূদের বোঝার তলে দলিত হয়। পৃথিবী যখন এই নীতির প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হচ্ছিল ঠিক তখন 'সাম্য' এবং 'ন্যায়' ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী শব্দের মাধ্যমে তাকে 'সমাজতন্ত্র' নামে আর এক শয়তানী নীতির সাথে পরিচয় করে দেয়া হল। যার ভিত্তি ছিল 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এবং 'চিন্তার স্বাধীনতা' র দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার উপর। সরকারই সকল উপার্জনমাধ্যম, সম্পদ, জমি, কারখানা, ফ্যাক্টরী এবং অন্যান্য সকল সম্পদের একা মালিক। আর ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। ব্যক্তি যেন এক গদবাঁধা দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ আর সরকারের কিছু লোকেরা গোটা জাতির তাকদীরের মালিক ও অধিকারী। হাকীমুল উম্মত আল্লামা ইকবাল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কত সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

یہ علم یہ حکمت ، یہ تدبیر یہ حکومت = پیتی ہیں لہو ، دیتی ہیں تعلیم مساوات

"এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি, এই পরিচালনা ও এই সরকার মানুষের রক্ত পান করে চলছে অথচ তারাই সাম্যের শিক্ষার কথা বলে।"

প্রথম নীতি স্বৈরাচার এবং অত্যাচারের এক শেষ প্রান্ত ছিল। আর দ্বিতীয় নীতি সেই স্বৈরাচার ও অত্যাচারের আর এক শেষ প্রান্ত প্রমাণিত হলো। যেরূপভাবে পৃথিবী এক শতাব্দীর ভিতরে ভিতরে পূঁজিবাদ থেকে নৈরাশ হয়ে গেল। তেমনীভাবে পরের

শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই সমাজতন্ত্রের উপর অভিশাপ দেয়া শুরু করল। সেই শতাব্দীর বর্তমান দশক (১৯৮১-১৯৯০ইং) কে যদি সমাজতন্ত্রের মৃত্যুর দশক বলা হয়, তাহলে মনে হয় অনর্থক হবেনা। যাতে শুধু সমাজতন্ত্রের দেশসমূহ সমাজতন্ত্রের ফাঁদ গলা থেকে নিক্ষেপ করেছেন তা নয়, বরং স্বয়ং সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহীদের স্বদেশ 'রাশিয়া'তেও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল। অভিজ্ঞতার নিরিখে এটাই প্রমাণ হল যে, মানুষের জন্য মানুষের তৈরী নীতি ও বিধি বিধান কখনো মুক্তিরপথ হতে পারে না।

পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি হল এই শিক্ষার উপর যে, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছুর একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। সম্পদ এবং সম্পদের মাধ্যমগুলোর বাস্তব মালিক ও হলেন তিনি। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে একথাটি বর্ণনা করেছে। সূরা নূরে এরশাদ হয়েছেঃ وآتوهم الآية 'অর্থাৎ মুক্তিকামী দাসসমূহকে সেই সম্পদ থেকে দান কর যা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। (সূরা নূরঃ ৩৩।) সূরা হাদীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وانفقوا مما جعلكم "অর্থাৎ যে সম্পদের আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন, তার থেকে খরচ কর"। (সূরা হাদীদঃ ৭।)

কুরআন মজীদে পঞ্চাশের বেশী এমন আয়াত আছে যাতে আল্লাহ তা'আলা কোথাও رزقناهم (আমি তাদেরকে রিযিক দিয়েছি) কোথাও رزقهم (আল্লাহ তাদেরকে রিযিক দিয়েছেন) কোথাও رزقناكم (আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি) আর কোথাও رزقكم (তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন।) বলে লোকজনকে রিযিক দানের নেসবত নিজের দিকে করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, মানুষকে এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করে দেয়া যে, যে ধন-সম্পদকে মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে নিজের সম্পত্তি বা মালিকানাধীন মনে করছে, বাস্তবে তা হলো আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি তা বান্দাদেরকে আমানত হিসেবে দান করেছেন। কাজেই মানুষ একথায় বাধ্য থাকবে যে, আল্লাহর প্রদত্ত্ব সম্পদ সে আল্লাহর বিধানানোযায়ী ব্যবহার করবে। যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ অর্জন ও ব্যয় উভয় বিষয়ে মানুষকে স্বীমারেখা বলে দিয়েছেন। সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যে সকল মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলেছেন তা নিম্নরূপ ঃ-

১. ঘুষ এবং আত্মসাৎ। (আল বাকারাঃ ১৮৮।)
২. বিশ্বাসভঙ্গ করণ। (আলে ইমরানঃ ৬১।)
৩. মূর্তি তৈরী করা কিংবা মূর্তি বিক্রি করা। (আল মায়েদাঃ ৯০।)
৪. চুরি। (আল মায়েদাঃ ৩৮।)
৫. মাপ ও ওযনে কম করা। (আল মুতাফফিফীনঃ ১৩।)

৬. এতীমের সম্পদ বক্ষণ করা। (আন-নিসাঃ ১।)
৭. হঠাৎ আমদানীর সকল উপায়। যথাঃ জুয়া ইত্যাদি। (আল মায়েদাঃ ৯০।)
৮. মদ তৈরী, ক্রয় বিক্রয় এবং আমদানী-রপ্তানি ইত্যাদি। (আল মায়েদাঃ ৯০।)
৯. অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা প্রচারকারী কারবার। (আন নূরঃ ১৯।)
১০. সূধী লেনদেন। (আলে ইমরানঃ ৩০।)
১১. পতিতাবৃত্তি ও বেশ্যা বৃত্তির আমদানী। (আন নূহঃ ৩৩।)
১২. ভাগ্য বলে দেয়ার কারবার। (আল মায়েদাঃ ৯০।)
১৩. এছাড়া সে সকল মাধ্যম যার ভিত্তি হল মিথ্যা, ধোকা এবং প্রতারণার উপর। তাও ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং হারাম।

উক্ত বিধানাবলীর সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীয়ত বেশী সম্পদ উপার্যনের লোভে খাদ্য মজুতদারী করাকে চরম অপরাধ মনে করে।

এবার সম্পদ ব্যয় করার বিধানাবলীর প্রতিও একটু দৃষ্টি দেন। যে সকল পথে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের আদেশ কিংবা তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন তাহল নিম্ন রূপঃ-

১. পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন এবং প্রতিবেশীর জন্য ব্যয় করা। (আন নিসাঃ ৩৬।)
২. ভিক্ষুক এবং অপারগ ব্যক্তিদের জন্য খরচ করা। (আয যারিযাতঃ ১০।)
৩. ঋণ দান করা। (আল বাকারাঃ ২৮।)
৪. যাকাত আদায় করা। (আত্ তাওবাহঃ ১০৩।)
৫. ছদকা আদায় করা। (আল বাকারাহঃ ২৭০।)

উক্ত বিধানাবলী ছাড়াও আল্লাহ সম্পদকে নিজের কাছে জমা করা এবং রখে রাখা থেকেও নিষেধ করেছেন। (সুরা তাওবাঃ ৩৪।) আবার অপব্যয় এবং কৃপণতা থেকেও নিষেধ করেছেন। (ফুরকানঃ ৬৭।)

এর সাথে সাথে শরীয়ত সেই সকল পথেও সম্পদ ব্যয় করা থেকে শক্তভাবে বাধা দিয়েছে, যদ্ধারা মানুষের নিজের চরিত্র নষ্ট হয় কিংবা সমাজে কোন বিপথগামিতা সৃষ্টি হয়। যথাঃ জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদি।

মনে রাখবেন, এসকল সীমা ও বিধিবিধান নির্ধারণ করে শরীয়ত ব্যক্তি মালিকানার উপর কোন রূপ বাধ্য বাধকতা বা সীমা রেখা নির্ধারিণ করে নি। বরং বৈধ ও হালাল পন্থায় কোন ব্যক্তি কোটি টাকার মালিকও যদি হয়ে যায় শরীয়ত তাতেও কোন অভিযোগ করবেনা।

সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার সকল বিধি-বিধানের স্বাভাবিক একটি সমীক্ষা গ্রহণের পর পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যেতে পারে যে, ইসলাম সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করেছে আর অধিকার লঙ্গন এবং লুঠপাটের সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সম্পদ উপার্জন এবং ব্যয়ের সকল বিধি বিধানের ভিন্ন ভিন্ন পর্যালোচনা তো এখানে সম্ভব নয়। তবে সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান -যাকাত ওয়াজিব হওয়া- এবং সম্পদ অর্জনের বেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান -সূদ হারাম হওয়া- এর সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা এখানে পেশ করা আবশ্যক মনে করছি।

গত সরকারের (পাকিস্তানের) শাসনামলে দেশ পর্যায়ে যেভাবে 'হার্স ট্রেড়িং' এর ঘটনাগুলো পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে এটা অনুমান করা মোটেও দুস্কর নয় যে, প্রিয় দেশ পাকিস্তানে (সম্মানিত লেখক পাকিস্তানের অধিবাসী) শতশত নয় বরং হাজার হাজার কোটিপতি লোক মওজুদ আছেন। যে ব্যক্তির কাছে দশ কোটি টাকা থাকবে তার বার্ষিক যাকাত পঁচিশ লক্ষ টাকা হবে। যদি একটি শহরে শুধু একজন কোটিপতি থাকে যে ঈমানদারীর সহিত যাকাত আদায় করবে, তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই সেই শহরের অধিকাংশ গরীব ও নিঃস্ব লোকের জীবিকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। যদি পাকিস্তানের প্রত্যেক শহর ও অঞ্চলের নেছাব সম্পন্ন লোকেরা নিজ নিজ যাকাত আদায় করে, তাহলে প্রত্যেক শহর ও অঞ্চলে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে না আসার কোন কারণ নেই। একটি অতি সতর্কতামূলক ধারণা মোতাবেক পাকিস্তানের বার্ষিক যাকাত পাচঁশ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। শুধু এক বছরের যাকাত দ্বারা মধ্যম স্তরের ঘর তৈরী করা হলে দুই লক্ষ ঘর তৈরী হতে পারে। তদ্রুপ সে একই অংকের টাকা দ্বারা যদি এতীম এবং আশ্রয়হীন বাচ্ছাদের লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সারা দেশে এক বছরের যাকাত দ্বারা এরূপ তিনশত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যাতে এক লক্ষ সত্তর হাজার বাচ্ছাদের লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। এর থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, যদি দেশে সঠিক নিয়মে যাকাতের বিধান চালু হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই সারা দেশে অনেক বড় অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসবে।

যাকাতের উপকারিতার আর একটি দিকও পর্যালোচনা করে দেখুন তাহল, শুধু একটি বছরের যাকাত পাঁচশ কোটি রূপী দ্বারা প্রায় দুইলক্ষ বাসস্থান বিহীন লোকেরা যে ঘর পাবে এবং এক লক্ষ সত্তর হাজার বাচ্ছাদের যে লালন পালনের ব্যবস্থা হবে, সেখানে দুই লক্ষ ঘর তৈরী অথবা তিনশত কেন্দ্র পতিষ্ঠার জন্য পাঁচশ কোটি টাকা কাজে লাগবে। যার সিংহভাগ যাবে কারিগর, মিস্ত্রী, শ্রমিক এবং দুকান্দারদের হাতে। যা সরাসরি সাধারণ জনগণের স্বচ্ছলতার কারণ হবে। বাস্তবে যাকাতের বিধান এমন এক উপকারী নীতি, যা দ্বীনের পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ছাড়াও একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে সারা দেশের সম্যক স্বচ্ছলতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম। একারণেই যাকাত ফরয হবার কয়েক বছর পরেই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে এত বেশী স্বচ্ছলতা দেখা দিল যে, তখন যাকাত আদায়কারী ছিল অনেক। কিন্তু গ্রহনকারী কেউ ছিল না।

এখন ইসলামী শরীয়তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান-সূদ হারাম হওয়ার-ব্যাপারটি একটু পর্যালোচনা করে দেখুন। আমাদের এখানে (পাকিস্তানে) ব্যাংক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী ছয় শতাংশ থেকে দশ, বিশ এবং ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত সূদ দিয়ে থাকে। কোন কোন স্কীম এমনও আছে যাতে চার পাঁচ বছর পর আসল টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এসব থেকে বড় হল ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটের স্কীম। যা দশ বছর পর আসল টাকা ৪.২৬ গুণ বেশী অর্থাৎ ৪.২৬ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ফিরিয়ে দেয়া হয়।

মনে রাখবেন, কয়েক বছর পূর্বে এই পরিমাণ ছিল ৩.৯ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে তাকে বৃদ্ধি করে ৪.২৬ শতাংশে পরিণত করা হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি মাসিক দশ হাজার টাকা করে দশ বছর পর্যন্ত এই স্কীমে জমা দিলে দশ বছর পর এই ব্যক্তি মাসিক ৪২ হাজার ৬শ টাকা উসূল করতে পারবে। মাসিক আমদানী একাউন্ট নামে আর একটি স্কীম চালু করা হয়েছে। যাতে যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ বছরের জন্য মাসিক দশ হাজার টাকা (অথবা কমবেশ যা মন চায়) সর্ব নিম্নে অন্ততঃ একশ টাকা জমা করতে থাকে পাঁচ বছর পর সে ব্যক্তি সারা জীবন মাসিক দশ হাজার টাকা (অথবা যে পরিমাণ সে পাচঁ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে জমা করেছে।) পেতে থাকবে। যেন পুঁজিপতি ঘরে বসে বিনা পরিশ্রমে হাজার থেকে লাখ এবং লাখ থেকে কোটি টাকা উপার্জন করতে পারছে। কাজেই এরূপ লোকদের আবার ফ্যাক্টরী এবং কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে মেহনত করা তথা ক্ষতির আশংকায় পড়ার প্রয়োজনই বা কি?

চিন্তার বিষয় হল, পুঁজিপতীরা তো বিভিন্ন কোম্পানী অথবা স্কীমের দ্বারা চক্রবর্তী সূদ উসূল করছে। কিন্তু এগুলো আসছে কোত্থেকে? ছোট্ট স্তরের শিল্পকার মধ্যবৃত্ত্ব ব্যবসায়ী, ছোট ছোট জমিদার, কৃষক এবং শ্রমিকদের পকেট থেকে। যাদের সংখ্যা হল দেশে নিঃসন্দেহে কোটি কোটি। এরা একবার যখন সূদের চক্করে পড়ে সারা জীবন তা থেকে আর বের হতে পারে না। হাকীমুল উম্মত আল্লামা ইকবাল এই বাস্ত বতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

ظاهر مین تجارت هي حقيقت مين جواهي = سود ايك كا لاكهون كي لئ مرك مفاجات

"দেখতে ব্যবসা মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা হলো জুয়া। লাভবান হয় একজন এবং লক্ষজনের জন্য হয় আকস্মিক মৃত্যু।"

সূদী নীতির দ্বারা ব্যক্তির উপর যা অত্যাচার হয় তা তো আছেই। ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করুন যে এই নীতি জাতীয় অর্থনীতির উপর কত বড় অভিশাপ হয়ে ছেপে বসেছে। পুঁজিপতিরা ব্যাংকের বিভিন্ন স্কীমে তাদের পুঁজি রেখে সূদের উপর সূদ গ্রহণ করতে থাকে। পুঁজি ব্যাংকে রাখার কারণে দেশীয় উৎপাদন, লেনদেন এবং ব্যবসার মধ্যে অত্যন্ত হ্রাস দেখা দেয়। ফলে রফতানী কম হয়ে যায় এবং আমদানী বেড়ে যায়। যার কারণে দেশের টাকার মূল্য দিন দিন হ্রাস পায় এবং দেশ অনেক বেশী বিদেশী ঋণের কাছে আবদ্ধ হয়। আবার এসব ঋণ আদায়ের জন্য সরকার প্রত্যেক

বছর টেক্স বৃদ্ধি করে এবং পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্য অকল্পনীয়ভাবে ভেড়ে যায়। এভাবে সাধারণ জনসাধারণ যারা সূদের সাথে সম্পৃক্ত না তারাও অতি কষ্টে জীবন যাপন করে থাকে।

শরীয়ত সূদের ব্যাপারে এত শক্ত ধমকের কথা বিনা কারণে তো বলেনি। কুরআন মজীদে সূদ গ্রহন কে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ২৭৯।) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূদের সত্তরটি স্তর আছে এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো মায়ের সাথে ব্যবিচারে লিপ্ত হবার মত। (ইবনু মাজাহ।)

মিরাজ রজনীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোকদের দেখলেন যাদের পেট ছিল ঘরের মত (অর্থাৎ অনেক বড়) এবং তাতে ছিল সাপে ভর্তি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল (আঃ) উত্তর দিলেন। এরা হলো সে লোক যারা সূদ খেতো। (মুসনাদু আহমদ, ইবনু মাজা।)

বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ প্রদত্ব নিয়মে যাকাত আবশ্যক হওয়া এবং সূদ হারাম হওয়া উভয় বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য শুধু বরকত এবং কল্যাণ বয়ে আনে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আজ যখন গোটা মানবজাতি পূঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে নৈরাশ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে এবং তারা ভেবে পাচ্ছেনা কোন দিকে যাবে, ঠিক এসময়ে ইসলামী জীবন পদ্ধতির পতাকাবাহী লোকেরা, যাদের সারা বিশ্বের পথ প্রদর্শকের ফরয দায়িত্ব আদায় করা দরকার ছিল, তারা নিজেরাই বাতিলের খপ্পরে পড়ে তার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে।

مانگتی پھرتی ہیں اغیارسی مٹی کی چراغ = اپنی خورشید به پھیلا دیی سائی ہم نی

"অন্যের কাছে মাটির চেরাগ তালাশ করছি, অথচ আমরা নিজের সূর্বের উপর আবরণ দিয়ে রেখেছি।"

ভবিষ্যৎে যদি মুসলমানরা এমন কোন শক্তিশালী নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে যাতে তাদের পক্ষে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে জোর-জুলুম, অত্যাচার, মিথ্যা, ধোকা, স্বার্থ পরায়ণতায় জর্জরীত পৃথিবী নতুন করে আবার ন্যায়-নিষ্ঠা, নিরাপত্ত্বা শান্তি ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সেই আসমানী নিয়মকে পরীক্ষা করে দেখতে দ্বিধাবোধ করবেনা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ!

যাকাতের মাসায়েল নিশ্চয় অত্যন্ত সুক্ষ এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। কাজেই আমি বেশী বেশী আলেমদের থেকে নেয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরও আমি জ্ঞানী লোকদের অভিমত ও সুপরামর্শের অপেক্ষায় থাকব। আমি চেষ্টা করেছি যেন সহীহ হাদীস সমূহের দৃষ্টিতে নতুন পুরাতন সকল মাসআলা প্রচারিত হয়। যাতে করে জন সাধারণ বেশী বেশী এব্যাপারে পথের দিশা পেতে পারে। আমি আমার প্রচেষ্টায় কতটুকু সফলকাম হলাম তা পাঠকগণই নির্ণয় করবেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ!

নিম্নবর্ণিত কতিপয় উদ্দেশ্যেই আমি ধারাবাহিক ভাবে হাদীস প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যথাঃ

(ক) লোকেরা যেভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বোধ করেন, তদ্রুপ হাদীসের সাথেও যেন সম্পর্ক বোধ করেন।

(খ) ধর্মীয় মাসআলা মাসায়েল শিখা এবং বুঝার ব্যাপারে যেন লোকেরা শুধু আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয়।

(গ) কিতাবুল্লাহ অথবা সুন্নাতে রাসূল দ্বারা যে সকল মাসআলা প্রমাণিত হয় না সেগুলোকে নির্দ্বিধায় বর্জন করার চিন্তা যেন ব্যাপক হয়।

আপনি অবশ্যই এই বাস্তবতার ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন যে, আজ পর্যন্ত যতটুকু সহজবোধ্য, সরল এবং সাধারণ নিয়মে কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ হয়েছে অথবা হচ্ছে, হাদীসের উপর ততটুকু কাজ অদৌ হয়নি। কাজেই এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আক্বীদা-বিশ্বাস, বিধানাবলী, মাসায়েল, ফাযায়েল, এবং তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের উপর সহীহ হাদীস সমৃদ্ধ ছোট বড় বই পরস্পর প্রচার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে যে কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আপনাদের সামনে আছে।

যে সকল ভাই উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে একমত, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে, তাঁরা যেন হাদীস প্রচারের এই প্রচেষ্টাকে স্বীয় প্রচেষ্টা মনে করেন এবং এবিষয়ে যা করতে পারেন তা করার জন্য এগিয়ে আসেন। আমার মতে সব চেয়ে বড় সেবা হল, এসকল বইগুলো বেশী বেশী হারে মানুষের হাতে পৌঁছানো।

اَللّٰهُ يَجْتَبِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম তাদের বিভিন্ন ব্যস্থতা স্বত্ত্বেও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে বইয়ের পান্ডুলিপিটি আগা গোড়া পড়েছেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে পান্ডুলিপির উপর টীকা তৈরী করেছেন। আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের সবার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি এবং দুআ করছি যেন আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। (আমীন।)

রিয়াদ, সৌদি আরব।
২১শে রবিউল আওয়াল ১৪১১ হিজরী
১০ ই অক্টোবর ১৯৯০ ইংরেজী

নিবেদকঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
বাদশা সাউদ ইউনিভার্সিটি,
রিয়াদ, সৌদি আরব।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَلاَ إِنِّـــي أُوْتِيْـــتُ

الْكِتَـــــــابَ

وَمِثْـــــلَهُ مَعَـــــهُ

(رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)–

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

(মুসলমানগণ!) মনে রেখো, নিশ্চয় আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার মত (অর্থাৎ হাদীস) প্রদান করা হয়েছে।

—আবুদাঊদ।

النِّيـــــــــــــــةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলাঃ ১ = আমলের প্রতিদান ও ছাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
মাসআলাঃ ২ = যাকাত আদায় করার সময় নিয়ত করা আবশ্যক।

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَقُوْلُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْإِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَإِلَيْهِ. رواه البخارى

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, তাহলে তার হিজরত হবে সেই দিকে যেদিকে সে হিজরত করল। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৩ = লোক দেখানো উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করা, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং রোজা রাখা সব (ছোট) শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّي يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ . رواه أحمد (حسن)

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা রাখল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্য ছদকা করল, সে শিরক করল। -আহমদ।[২]

---

১ সহীহ আল্ বুখারী, বাব কাইফা কানা বাদউল ওহী।
২ আততারগীব ওয়াত্ তারহীব- মুহিউদ্দীন আররীব।

فَرْضِيَّـــــةُ الزَّكَـــاةِ

যাকাত ফরয হওয়ার বিধান

মাসআলাঃ ৪ = যাকাত আদায় করা ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ফরযের এক ফরয।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। (২) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে ছিয়াম পালন করা।-বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৫ = রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায় করার ওয়াদার উপর বাইয়াত গ্রহন করেছেন।

قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে কল্যাণ কামনা করার বাইয়াত গ্রহণ করেছি। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ৬ = যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয।

মাসআলাঃ ৭ = যাকাত একটি ফরয ইবাদত। তার পরিবর্তে কোন ছদকা-খায়রাত কিংবা ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করলে যাকাতের ফরয় বিধান রহিত হবেনা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ. فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

---

[১] সহীহ আল্ বুখারীঃ ১/৩৪, হাদীস নং ৭।

[২] বুখারীঃ ঈমান অধ্যায়, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়।

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আবূ বকর (রাঃ) মুসলমানদের খলীফা হলেন তখন আরবদের কিছু লোক অস্বীকার করলো। এ সময় উমর (রাঃ) বললেনঃ আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেনঃ আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ছাড়া আর অন্য সব কিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে। একথায় আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করব। কারণ যাকাত হচ্ছে, আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে দিত তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আল্লাহ আবূ বকরের (রাঃ) হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবূ বকরের কথাই সত্য ছিল। -বুখারী।[১]

[১] বুখারীঃ যাকাত অধ্যায়, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়।

فَضْـــــلُ الزَّكَـــــاةِ

যাকাত আদায়ের ফযীলত

মাসআলাঃ ৮ = যাকাত আদায়কারী জান্নাতি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ : تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ জনৈক বেদুঈন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেনঃ আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক কর না, নিয়মিত নামায পড়, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রযমানে রোযা রাখ। সে বললঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এর উপর কিছুই বাড়াবো না। তারপর যখন সে যেতে লাগল, তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যে ব্যক্তি কোন জান্নাতি লোক দেখতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে নেয়।"- বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৯ = রাসূলুল্লাহ স্বয়ং যাকাত আদায়কারীর ঈমানের সাক্ষী দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. رَوَاهُ النَّسَائِي (صحيح)

আবুমালেক আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পরিপূর্ণভাবে ওযু করা ঈমানের অংশ। আলহামদুলিল্লাহ শব্দটি পাল্লা ভরে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলা আসমান জমিনকে ভরে দেয়। ছালাত হল আলো। যাকাত প্রমাণ। ধৈর্য্য আলো। আর কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ। -নাসায়ী।[২]

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما مَنْ

[১] সহীহ বুখারী, যাকাত অধ্যায়।

[২] সহীহ সুনান নাসায়ী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ২২৮৬।

كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

খালিদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেনঃ আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর সাথে বের হলাম। তখন এক বেদুইন বললঃ আমাকে আল্লাহর কালাম- "আর যারা সোনা ও রূপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে [যাকাত না দিয়ে] জমা করে রাখবে, তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দেন।"- (সূরা তাওবাঃ ৩৪) এর সম্পর্কে একটু বলুন। তখন ইবনু উমর (রাঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি জমা করেছে এবং যাকাত আদায় করেনি। তার জন্য ধ্বংস। এই বিধান ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। যখন নাযিল হল তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে সম্পদের জন্য পবিত্রতার কারণ নির্ধারণ করলেন। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১০ = যাকাত আদায় করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য।

[১] সহীহ বুখারী, যাকাত অধ্যায়।

أَهَمِّيَّةُ الزَّكَاة

যাকাত আদায়ের গুরুত্ব

মাসআলাঃ ১১ = যে সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আদায় করা হবেনা, কিয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের তখতি বানিয়ে আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তার মালিকের কপাল, পিঠ এবং পার্শ্বদেশ দাগানো হবে।

মাসআলাঃ ১২ = যে সকল পশুর যাকাত আদায় করা হবেনা সে গুলো কিয়ামতের দিন নিজ মালিক কে পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত নিজের পায়ের নীচে দলন করবে।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ قَالَ : وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ : وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক নিজের সম্পদের হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনে জ্বালিয়ে তা দিয়ে তখতি বানানো হবে তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং সেই ব্যক্তির পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠ তা দিয়ে দাগানো হবে। যখনই ঐ তখতিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে আবার জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তাকে বারবার দাগানো হতে থাকবে সেই দিন যার দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এমন কি অবশেষে লোকদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তারা জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আলাহর রাসূল! তাহলে উটের ব্যাপারে কি

সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেঃ "উটের ব্যাপারে যদি কোন উটের মালিক উটের হক (যাকাত) আদায় না করে, আর তার হকের মধ্যে একটি হল যেদিন তাদেরকে পানি পান করার জন্য আনা হয় সে দিনের দুধ কোন অভাবীকে দেয়া-তাহলে কিয়ামতের দিন একটি পরিস্কার ও সমতল ময়দানে তাকে উপড়ে ফেলে দেয়া হবে। ঐ উটগুলো হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মোটা। তাদের একটি বাচ্চা বাদ পড়বে না। তারা সবাই নিজেদের পায়ের তলায় তাকে মাড়াবে ও দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াবে। যখন একদিক দিয়ে শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এমনকি অবশেষে লোকদের বিচার শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত ও জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।" জিজ্ঞেস করা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! গরু ও ছাগলের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেনঃ "সেগুলোর ব্যাপারেও যে গরু ও ছাগলের মালিক যাকাত আদায় করবে না তাকেও কিয়ামতের দিন একটি পরিস্কার ও সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। সে সময় তারা সবাই হাজির থাকবে, একটিও হারিয়ে যাবে না। তাদের একটি শিংও পিছন দিকে মোড়ানো থাকবেনা, একটিও শিং বিহীন হবে না এবং একটিরও শিং ভাঙ্গা হবে না। তারা শিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকবে এবং পায়ের খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। যখন একদিক দিয়ে শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্গ। এমনকি অবশেষে লোকের বিচারপর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা দিজেদের জান্নাত জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।"-মুসলিম।[১]

عَنِ الْأَحْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُوْذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ : بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيٍّ فِي ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِّنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا ، قَالُوْا هَذَا أَبُوْذَرٍّ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ ، قَالَ مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم

আহনাফ ইবনু কাইস (রাঃ) বলেনঃ আমি কুরাইশের কিছু লোকদের মধ্যে বসেছিলাম। তখন আবুযর (রাঃ) আসলেন এবং বললেনঃ ভান্ডার সঞ্চয়কারীদের এমন দাগের সুসংবাদ দাও যা তাদের পিঠে লাগানো হবে এবং তাদের পার্শ্বদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর একটি দাগ তাদের গর্দানে লাগানো হবে যা তাদের কপাল দিয়ে পার হয়ে যাবে। তারপর একদিকে সরে বসলেন। আমি বললামঃ ইনি কে? তারা বললঃ ইনি হলেন আবুযর। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললামঃ একটু আগে আপনি যে বলছিলেন তা কি ছিল? বললেনঃ আমি তাই বলেছি যা তাদের নবী থেকে শুনেছি। -মুসলিম।[২]

[১] মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, বাবু ইছমু মানিঈয যাকাত।

[২] মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, বাবু ইছমু মানিঈয যাকাত।

মাসআলাঃ ১৩ = যারা যাকাত আদায় করেনা তাদের টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন টাক মাথা ওয়ালা সাপে রূপান্তরিত হয়ে তাদেরকে দংশন করবে এবং কাটবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـــ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـــ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনা, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথা ওয়ালা বিষধর সাপে পরিণত হবে। যার চোখ দুটোর উপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং সেই সাপ তার গলদেশে পেঁছিয়ে যাবে আর তার উভয় অধর প্রান্ত কামড়ে ধরে -আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার,- বলে দংশন করতে থাকবে। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- যারা আল্লাহর দেয়া অনুদানের বেলায় কৃপণতা করে তারা যেন তাদের কৃপণতাকে তাদের জন্য কল্যাণবহ মনে না করে। বরং এটি তাদের জন্য অকল্যাণ হবে এবং কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, তাদের গলদেশে পেঁছিয়ে দেয়া হবে। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১৪ = যে সম্পদ থেকে আল্লাহর হক (যাকাত) আদায় করা হবে না সে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ ، سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ ـــ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ، إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ ـــ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ

[১] সহীহ আল বুখারী, যাকাত অধ্যায়, বাবু ইছমু মানিইয যাকাত।

الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ". رواه البخاري

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী, টাক মাথা এবং অন্ধকে আল্লাহ তাআ'লা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের কাছে ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর কাছে আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বললঃ সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। আর যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা যেন চলে যায়। তারপর ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ ভাল হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেয়া হল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সে বললঃ উট বা গরু। তাকে দশ মাসের গর্ভবতী উট দেয়া হল। তারপর বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। তারপর ফেরেশতা টাক মাথা ওয়ালার কাছে আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? বললঃ সুন্দর চুল। আর যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা যেন চলে যায়। ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তার রোগ ভাল হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বললঃ গরু। তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। তারপর বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। তারপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বললঃ আল্লাহ তাআ'লা যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তার চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সে বললঃ ছাগল। তাকে গর্ভবতী ছাগল দেয়া হল। তারপর উট, গরু ও ছাগল বাচ্চা দিল।

একজনের মাটভরা উট হল। আর একজনের মাঠভরা গরু হল আর একজনের মাটভরা ছাগল হল। তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর কাছে তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বললেনঃ আমি একজন গরীব মানুষ। আমার সফরের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আজকে আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তারপর তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। যে আল্লাহ্ তোমাকে সুন্দর রং, সুন্দর ত্বক এবং সম্পদ দান করেছেন তার উসীলা দিয়ে তোমার কাছে উট চাচ্ছি, যেন আমি সফরের কাজে লাগাতে পারি। সে বললঃ আমার অনেক কাজ রয়েছে। তারপর ফেরশতা বললেনঃ মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি কুষ্ঠরোগী এবং নিঃস্ব ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত, তারপর আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাকে দান করেছেন। সে বললঃ এই সম্পদ তো আমি বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। তখন তিনি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাক, তাহলে তোমার অবস্থা যেন পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। তারপর টাক মাথা ওয়ালার নিকট পূর্বের আকৃতি ধারণ করে আসলেন এবং কুষ্ঠ রোগীর কাছে যা বলেছিলেন তা বললেনঃ সেও কুষ্ঠ রোগীর মত উত্তর দিল। তারপর তিনি বললেনঃ যদি তুমি মিথ্যুক হয়ে থাক তাহলে তোমার অবস্থা যেন পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। তারপর অন্ধের কাছে তার পূর্বের আকৃতি নিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ আমি একজন মুসাফির ও মিসকীন ব্যক্তি। সফরে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আজকে আল্লাহ এবং তারপর তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন উপায় নেই। যে আল্লাহ্ তোমার চোখ ভাল করে দিয়েছেন সেই আল্লাহর উসীলা দিয়ে তোমার কাছে একটি ছাগল চাচ্ছি। যেন সফরে আমার কাজে আসে। সে বললঃ আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তুমি যা চাও তা নিয়ে যাও। আর যা চাও তা ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আজকে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা নিবে তাতে আমি কোন বাধা দিব না। তারপর তিনি বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমি রাখ তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষা করা হল। তোমার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার দুই সাথীর উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১৫ = যে যাকাত আদায় করে না সে জাহান্নামী।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي (حسن)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যারা যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামে যাবে। -ত্ববরানী।[২]

মাসআলাঃ ১৬ = যারা যাকাত আদায় করেনা তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা দুর্ভিক্ষে লিপ্ত করেন।

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া।
[২] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং -৭৬০।

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَامَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ ابْتَلاهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ . رَوَاهُ الطَّبْرَانِي (حسن)

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন সম্প্রদায় যখন যাকাত আদায় করেনা তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পতিত করেন। -ত্বাবরানী।[১]

মাসআলাঃ ১৭ = যারা যাকাত আদায় করেনা তাদেরকে আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبٰو ، وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . رواه الاصبهاني (حسن)

আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ বক্ষণকারী, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদী লেনদেনের লেখক, যে অন্যের শরীরে নাম বা চিত্র অঙ্কন করে, যে অন্যের দ্বারা নিজের শরীরে চিত্র অঙ্কন করায়, যে যাকাত আদায় করেনা, যে হালালকারী, যার জন্য হালাল করা হয়, তাদের সবার উপর অভিশাপ দিয়েছেন। -ইস্পাহানী।[২]

১ সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং -৭৬১।
২ সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং -৭৫৬।

الزَّكَاةُ فِيْ ضَـــوْءِ الْقُـــرْآن

কুরআনের দৃষ্টিতে যাকাত

মাসআলাঃ ১৮ = পূর্বের সকল উম্মতের উপর যাকাত ফরয ছিল।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ. (البقرة: 83)

আর যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তম ভাবে কথা বলবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে, তৎপর তোমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে। (সূরা বাকারাঃ ৮৩।)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا . (مريم : 55)

সে (ইসমাঈল আঃ) তাঁর পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। (সূরা মারইয়ামঃ ৫৫।)

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا . مريم : 31)

আল্লাহ তাআ'লা আমাকে (ঈসা আঃ-কে) নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (সূরা মারইয়ামঃ ৩১)

মাসআলাঃ ১৯ = যাকাত আদায় করা ঈমানের নিদর্শন এবং জানের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল।

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . (التوبة : 11)

অতএব যদি তারা (কাফেররা) তাওবা করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের ধর্ম-ভাই হয়ে যাবে, আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তাওবাঃ ১১।)

মাসআলাঃ ২১ = যাকাত আল্লাহর রহমতের কারণ।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . (النور: 56)

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (সূরা আন নূরঃ ৫৬।)

মাসআলাঃ ২২ = যাকাত পাপ মোচন এবং আত্মার পবিত্রতার কারণ।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . (التوبة : 103)

(হে নবী!) আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে ছদকা গ্রহণ করুন, যা তাদের পবিত্র করে দেবে, আর তাদের জন্যে দুআ' করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দুআ' হচ্ছে তাদের জন্যে শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন। (সূরা তাওবাঃ ১০৩।)

মাসআলাঃ ২৩ = যাকাত আদায় কারী সত্যিকার ঈমানদার।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا . (الأنفال : 3،4)

যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার। (সূরা আনফালঃ ৩, ৪।)

মাসআলাঃ ২৪ = যাকাত আদায় করার কারণে সম্পদে বরকত এবং বৃদ্ধি হয়।

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ . (الروم : الأية ، 39)

যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দিয়ে থাকো তা বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী। (সূরা রূমঃ ৩৯।)

মাসআলাঃ ২৫ = যাকাত আখেরাতে সাফল্যের কারণ।

الم . تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (لقمان : 1-5)

আলিফ-লাম-মীম। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। সৎকর্ম পরায়ণদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। (সূরা লুকমানঃ ১-৫।)

মাসআলাঃ ২৬ = ক্ষমতাসীন হবার পর যাকাতের বিধান চালু করা ফরয।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. (الحج : 41)

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর হাতেই। (সূরা হজ্জঃ ৪১।)

মাসআলাঃ ২৭ = নামায ও যাকাত আদায়কারী ঈমানদার লোকেরাই কেবল মসজিদ আবাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ . (التوبة : 18)

হ্যাঁ! আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান

করে, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না, বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে (সৎপথে) পৌঁছে যাবে। (সূরা তাওবাঃ ১৮।)

মাসআলাঃ ২৮ = যাকাত আদায়কারী কিয়ামতের দিন সব রকমের ভয় ও চিন্তা মুক্ত থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . (البقرة : 277)

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের জন্যে আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা বাকারাঃ ২৭৭।)

মাসআলাঃ ২৯ = যাকাত আদায় না করা কুফর এবং শিরকের নিদর্শন।

মাসআলাঃ ৩০ = যাকাত আদায় না করা ধ্বংসের কারণ।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ . (حم السجدة : 6،7)

দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্যে -যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। (সুরা হা-মীম সাজদাঃ ৬,৭।)

মাসআলাঃ ৩১ = যে সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে না সে সম্পদ কিয়ামতের দিন তার মালিকের গলায় বেড়ি রূপে বেঁধে দেয়া হবে।

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . (آل عمران : 180)

আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান থেকে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর, বরং এটা তাদের জন্যে ক্ষতিকর, তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করছে, উত্থানদিবসে সেটাই তাদের কন্ঠনিগড় (গলার বেড়ী) হবে। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৮০।)

মাসআলাঃ ৩২ = যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তা দ্বারা তাদের শরীর দাগানো হবে।

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. (التوبة : 34، 35)

আর যারা (অতি লোভের বশবর্তী হয়ে) স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না (হে মুহাম্মদ!) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যে দিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এটা হচেছ সেটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা তাওবাঃ ৩৪, ৩৫।)

شُـــــرُوْطُ الزَّكَاةِ
যাকাতের শর্তসমূহ

মাসআলাঃ ৩২ = প্রত্যেক (নেছাব পরিমাণ) সম্পদ সম্পন্ন, স্বাধীন, মুসলমান (পুরুষ হোক বা নারী, স্বাবালেগ হোক বা নাবালেগ, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হোক বা জ্ঞান-বুদ্ধি বিহীন) এর উপর যাকাত আদায় করা ফরয।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন এবং বললেনঃ তুমি প্রথমে তাদেরকে এ সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা একথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহন করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৩৩ = যে সম্পদের উপর এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّي يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ যে সম্পদ অর্জনের পর মালিকের কাছে এক বছর পড়ে থাকবে তাতে যাকাত ফরয হবে। -তিরমিযী।[২]

মাসআলাঃ ৩৪ = শুধু হালাল সম্পদ দ্বারা আদায়কৃত যাকাত গ্রহনযোগ্য হবে। হাদীসের জন্য মাসআ'লা নং ১১৮ দ্রষ্টব্য।

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত।

آدَابُ أَخْـذ الزَّكَاةِ وَإِيْتَـائِهَا

যাকাত দেয়া ও নেয়ার আদবসমূহ

মাসআলাঃ ৩৫ = যাকাতের সম্পদ বহনকারীর জন্য দুআ' করা উচিত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى . متفق عليه

আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন কেউ ছাদকা নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ অমুকের পরিবার-পরিজনকে দয়া কর। একবার আমার পিতা তাঁর কাছে ছদকা নিয়ে আসলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ আবু আওফার পরিবার-পরিজনকে দয়া কর। -বুখারী ও মুসলিম।[১]

মাসআলাঃ ৩৬ = যাকাত আদায়কারী স্বইচ্ছায় যাকাত বেশী দিলে তার জন্য অনেক ছাওয়াব হবে।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ . فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا . فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ . قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ " . قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا . قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ . رواه أبوداؤد (حسن)

উবাই ইবনু কাআ'ব (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠালেন। আমি এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম সে আমার সামনে তার সম্পদ পেশ করল। সে সম্পদ ছিল এতটুকু যে তার উপর একটি এক বছরের উট যাকাত দেয়া জরুরী ছিল। আমি বললামঃ এক বছরের একটি বাচ্ছা উষ্ট্রী

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

দিয়ে দাও। সে বললঃ সে তো দুধও দিবেনা এবং তার উপর সওয়ার হওয়া যাবেনা। অতএব আমার এই উষ্ট্রী নেন এটি যৌবনে পদার্পণ করেছে এবং এটি মোটা তাজা আছে সুতরাং আপনি এটিই গ্রহন করুন। আমি বললামঃ আমি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি ব্যতীত এটি নিতে পারবনা। তবে তিনি তোমার নিকটে মদীনাতে অবস্থান করছেন তোমার ইচ্ছা হলে তোমার যে উট আমাকে দিতে চেয়েছ, তা তাঁর কাছে পেশ করতে পার। যদি তিনি গ্রহন করেন তাহলে আমিও গ্রহন করব আরি যদি তিনি গ্রহন না করেন, তাহলে আমিও গ্রহন করবনা। অতঃপর সে তৈরী হল এবং উট টি সাথে নিয়ে আমার সাথে রওয়ানা হল। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল আপনার উস্‌লকারক আমার কাছে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এসেছিল। আর আল্লাহর শপথ! প্রথমবারের মত কেউ আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে আসল। আমি তার সামনে আমার সম্পদ পেশ করলাম। তখন তিনি বললেনঃ এক বছরের একটি বাচ্ছা উট দাও। অথচ সেটি না দুধ দিবে না তার উপর সওয়ার হওয়া সম্ভব হবে। আমি বললামঃ এটি মোটা তাজা যুবক উট, এটিই গ্রহন করুন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন এখন আমি সেই উট নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হলাম আপনি তা গ্রহন করুন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার উপর ওয়াজিব ছিল তাই যা সে বলেছে। কিন্তু যদি তুমি নিজের খুশীতে ভালকাজ করতে চাও তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর আমরাও তা গ্রহন করব। সে বললঃ এই উট উপস্থিত এটিই নিয়ে নিন। অতএব রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার সম্পদে বরকতের জন্য দুআ' করলেন। -আবুদাউদ।[1]

মাসআলাঃ ৩৭ = যাকাত আদায়কারীকে লোকজনের ঘরে গিয়ে যাকাত আদায় করা বাঞ্চনীয়।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ . رواه أبوداؤد (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত নেয়ার জন্য উসুলকারক জন্তুকে নিজের স্থানে আনতে বলবেনা। আর মালিক তার জন্তু কোথাও দূরে নিয়ে যাবে না। বরং জন্তুর যাকাত তাদের স্থানে গিয়ে গ্রহন করবে। -আবুদাউদ।[2]

মাসআলাঃ ৩৮ = যাকাতে মধ্যম স্তরের সম্পদ গ্রহন করা চাই। বেশী উত্তম কিংবা বেশী খারাপ হওয়া উচিত নয়।

---

[1] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪০।

[2] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪০৬।

عن أَنَس رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ {الصَّدَقَة} الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم : وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ ". رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাকে সেই হুকুম লিখে দিয়েছিলেন যার আদেশ আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন যে, যাকাতে বৃদ্ধ, দোষযুক্ত এবং পুরুষ যেন না নেয়া হয়। হাঁ তবে যাকাত আদায়কারী নিজে চাইলে দিতে পারবে। -বুখারী।[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فِي آخر الحديث --- وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ . رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন তখন তিনি হাদীসের শেষের দিকে একথা বললেনঃ যাকাতে মানুষের উত্তম সম্পদ নিও না -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ৩৯ = যাকাত থেকে বাঁচার জন্য বাহানা করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ ৪০ = যাকাত আদায়ের সময় যদি সম্পদ ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাহলে সেগুলোকে একত্র করবেনা। আর যদি সম্পদ একত্র থাকে তাহলে সেগুলোকে ভিন্ন করবেনা।

عن أَنَس رضى الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَة . رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাকে যাকাতের ফরয বিধান লিখে দিয়েছিলেন যা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাতে এটিও ছিল যে, যাকাতের ভয়ে পৃথক পৃথক সম্পদকে একত্রিত করা কিংবা একত্র সম্পদকে পৃথক করা নিষিদ্ধ। -বুখারী।[৩]

বিঃ দ্রঃ

- পৃথক পৃথক সম্পদকে একত্র করার দৃষ্টান্ত হলো, যদি তিন ব্যক্তির কাছে পৃথক পৃথক চল্লিশ করে ছাগল থাকে তাহলে প্রত্যেককে একটি একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি তিন ব্যক্তি তাদের সম্পদ একত্র করে তখন শুধুমাত্র একটি ছাগল দিতে হবে। আর সম্পদকে পৃথক করার দৃষ্টান্ত হলো, যদি দুব্যক্তির শেয়ারের সম্পদে দুইশ' চল্লিশটি ছাগল থাকে, তাহলে তাদেরকে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। কিন্তু তারা যদি নিজ নিজ একশ' বিশটি ছাগল পৃথক করে নেয়, তখন উভয়কে একটি একটি ছাগল দিতে হবে। এসকল পদ্ধতি নিষিদ্ধ।

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।
[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।
[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

- যাকাত উসূল করার ক্ষেত্রেও সমান বিধান। যথাঃ যদি দুই ব্যক্তির সমষ্টিগত সম্পদে আশি টি ছাগল থাকে, তখন তাদের উপর একটি ছাগল দেয়া ওয়াজিব হবে। উসূলকারক চল্লিশ চল্লিশ পৃথক করে তাদের থেকে দুটি ছাগল নিতে পারবেনা।

মাসআলাঃ ৪১ = সমষ্টিগত ব্যবসায় অংশীদারদেরকে স্ব স্ব অংশ হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।

عن أنس رضى الله عنه أنّ أبا بكرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الّتي فَرَضَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাকে যাকাতের ফরয বিধান লিখে দিয়েছিলেন যা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাতে এটাও ছিল যে, যে সম্পদ দুই অংশীদারের হবে তারা যেন সমানভাবে হিসাব করে নেয়। -বুখারী।[১]

বিঃ দ্রঃ

১ - যদি এক কারবারে দুই ব্যক্তি সমান সমান পুঁজি দ্বারা অংশীদার হয় তাহলে বছরের শেষে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করার সময় উভয় অংশীদার সমান সমান যাকাত আদায় করবে।

২ - কোম্পানী ইত্যাদির যাকাতের দায়িত্ব মূলতঃ কোম্পানীর উপরই বর্তায়। কিন্তু যদি কোন কারণে কোম্পানী আদায় না করে তাহলে অংশীদারগণ নিজের নিজের অংশ মতে যাকাত আদায় করবে।

মাসআলাঃ ৪২ = প্রয়োজনে বছর পূর্ণ হবার পূর্বেও যাকাত আদায় করা যাবে।

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَته قَبْلَ أَنْ تحل فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . رواه الترمذي (حسن)

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আব্বাস (রাঃ) বর্ষচক্র পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে এর অনুমতি দেন। -তিরমিযী।[২]

মাসআলাঃ ৪৩ = যাকাত যেখানে উসুল করা হয় সেখানেই বন্টন করা বেশী উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনে অন্য স্থানেও পাঠাতে পারবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَي الصَّدَقَة فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلِ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ . رواه ابن ماجة (صحيح)

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে যাকাত উসুল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সম্পদ কোথায়? তিনি বললেনঃ আমাকে কি সম্পদের জন্য পাঠিয়েছেন? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত হাদীস নং- ৫৪৫।

ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যে স্থান থেকে গ্রহন করতাম সেখান থেকে গ্রহন করেছি। আর তাঁর সময়ে যেখানে রাখতাম সেখানে রেখে দিয়েছি। -আবুদাউদ।[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ -- فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন তখন তিনি বললেনঃ --- তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহন করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ৪৪ = যাকাতলব্দ সম্পদে খেয়ানতকারী কিয়ামতের দিন তার সম্পদ কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَي الصَّدَقَةِ فَقَالَ: يَاأَبَا الْوَلِيْدِ إِتَّقِ اللهَ لاَ تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَالِكَ ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ لَكَ عَلَي شَيْئٍ أَبَداً. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (صحيح)

উবাদা ইবনু ছামিত (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাকাত উসুল করার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন বললেনঃ হে আবুল ওয়ালীদ (যাকাতের সম্পদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর। কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন না আস যে, তুমি কাঁধের উপর উট বহন করবে যা শব্দ করতে থাকবে অথবা গাভী বহন করবে যা শব্দ করবে অথবা ছাগল বহন করবে যা শব্দ করবে। উবাদা (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! যাকাতের সম্পদে এদিক সেদিক করার কি এরূপ পরিণতি হবে? তিনি বললেনঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। এই হবে পরিণতি। তখন উবাদা (রাঃ) বললেনঃ সেই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার জন্য কখনো উসুলকারকের কাজ করব না। -ত্বাবরানী।[৩]

عَنْ سَعَدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قُمْ عَلَي صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ وَانْظُرْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبِكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَي عَاتِقِكَ أَوْ كَاهِلِكَ لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِصْرِفْهَا عَنِّي فَصَرَفَهَا عَنْهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ. (صحيح)

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪৩১।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[৩] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারগীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ৭৭৮।

সাআ'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ যাও অমুক গোত্রের যাকাত একত্রিত করে নিয়ে এসো। আর মনে রাখ, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন না আস যে, তুমি কাঁধের উপর কিংবা পিঠের উপর উট বহন করবে যা শব্দ করতে থাকবে। সাআ'দ (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এই দায়িত্ব থেকে বিরতী দেন তিনি তাঁকে বিরতী দিয়ে দিলেন। -ত্বাবরানী, বাযযার।[১]

মাসআলাঃ ৪৫ = যাকাত আদায়কারীর জন্য কোন যাকাতদাতার পক্ষ থেকে কোন ধরণের উপঢৌকন গ্রহন করা বৈধ হবে না।

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . مَرَّتَيْنِ . رواه مسلم

আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাদ গোত্রের 'ইবনুল লুতবিয়্যাহ' নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উসুল করার জন্য নির্দিষ্ট করলেন। যখন সে আসল তখন বললঃ এগুলো আপনাদের জন্য আর এগুলো আমার জন্য লোকেরা উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে চড়ে আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর বললেনঃ উসুলকারকদের কি হল, তাদেরকে যখন আমি কোথাও যাকাত উসুল করার জন্য প্রেরণ করি তারা এসে বলে যে, এটি আপনাদের জন্য আর এটি আমার জন্য। সে কি তার পিতা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখতে পারেনা যে, কে তাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য আসে? সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তোমাদের মধ্য থেকে যেই এই সম্পদ থেকে (হাদিয়া, উপঢৌকন ইত্যাদি নামে) কিছু গ্রহন করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ কাঁধে বহন করতঃ উপস্থিত হবে এবং উট, গরু এবং ছাগল সবটি শব্দ করবে। অতঃপর উভয় হাত উপরের দিকে উঠালেন এমনকি আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তারপর দুই বার বললেনঃ হে আল্লাহ আমি কি দায়িত্ব আদায় করেছি? -মুসলিম।[২]

[১] সহীহুত তারগীব ওয়াত তারগীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ৭৭৮।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত।

الأَشْيَــاءُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَــاةُ

যে সকল বস্তুর উপর যাকাত ফরয হয়

(ক) الذهب والفضة স্বর্ণ এবং রৌপ্য

মাসআলাঃ ৪৬ = স্বর্ণের উপর যাকাত ফরয।

মাসআলাঃ ৪৭ = স্বর্ণের নেছাব হল, সাড়ে সাত তোলা কিংবা ৮৭ গ্রাম। এর চেয়ে কম হলে যাকাত ফরয হবেনা।

যাকাতের পরিমাণ মাপ কিংবা মূল্য উভয় হিসেবে আড়াই শতাংশ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْأَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

ইবনু উমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বিশ দীনার বা ততোধিক থেকে অর্ধ দীনার যাকাত গ্রহন করতেন। আর চল্লিশ দিনার থেকে এক দীনার গ্রহন করতেন। -ইবনুমাজাহ।[১]

বিঃ দ্রঃ

১- দীনার ছিল স্বর্ণের। আর বিশ দীনারের মাপ হিসেবে সাড়ে সাত তোলা হয়।
২- যাকাত স্বর্ণ কিংবা তার মূল্য উভয় হিসেবে আদায় করা যায়।
৩- স্বর্ণের চলমান মূল্যের অনুমান করে সে মতে যাকাত আদায় করতে হবে।

মাসআলাঃ ৪৮ = রূপার উপর যাকাত আবশ্যক।

মাসআলাঃ ৪৯ = রূপার নেছাব হল, সাড়ে বায়ান্ন তোলা কিংবা ৬১২ গ্রাম। এর চেয়ে কম হলে যাকাত ফরয হবেনা।

মাসআলাঃ ৫০ = যাকাতের পরিমাণ মাপ কিংবা মূল্য উভয় হিসেবে আড়াই শতাংশ।

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ . رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই। আর পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই। আর পাঁচ উটের কমে কোন যাকাত নেই। -বুখারী।[২]

বিঃ দ্রঃ

পাঁচ ওকিয়া (বা ২০০ দিরহাম) বর্তমান পরিমাপ হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয়।

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪৪৮।
[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة (حسن)

আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য ঘোড়া এবং দাস-দাসীর যাকাত মাফ করেছি। কিন্তু রূপার চল্লিশ ভাগের একভাগ আদায় কর। অর্থাৎ প্রত্যেক চল্লিশ দেরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় কর। -ইবনু মাজাহ।[১]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّي تَتِمَّ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَي حِسَابَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ (صحيح)

আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রূপার চল্লিশ ভাগের একভাগ আদায় কর। অর্থাৎ প্রত্যেক চল্লিশ দেরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় কর। আর যতক্ষণ দুশ দিরহাম পূর্ণ হবেনা ততক্ষণ যাকাত ফরয হবেনা। যখন দুশ দিরহাম হবে তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। যখন এর চেয়ে বেশী হবে তখন তার হিসাব মতে আদায় করতে হবে। -আবুদঊদ।[২]

মাসআলাঃ ৫১ = নেছাব পরিমাণের কম স্বর্ণ এবং রূপা একত্র করে যাকাত আদায় করার বিধান সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।[৩]

মাসআলাঃ ৫২ = স্বর্ণ এবং রূপার ব্যবহৃত অলঙ্কারে যাকাত ফরয হয়।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا . قَالَتْ لاَ. قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رواه أبوداؤد (حسن)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বলেনঃ একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক মহিলা তার এক মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হল। মেয়েটির হাতে ছিল সোনার দুটি মোটা বালা। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি এটির যাকাত আদায় কর? সে বললঃ না। তখন তিনি বললেনঃ যদি আল্লাহ তোমাকে এই দুটির পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আগুনের দুটি বালা পরিয়ে দেন, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪৪৭।

[২] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৩৯০।

[৩] সঞ্চিত টাকা পয়সা বা ব্যবসার মালের নিছাব হলো, ৮৭ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্য অথবা ৬১২ গ্রাম রূপার সমমূল্য টাকা জমা হলে বছর শেষে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। (অনুবাদক)

তখন সে বালা দুটি খুলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিয়ে বললঃ এদুটি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলে জন্য। -আবুদাঊদ।[১]

বিঃ দ্রঃ

ধাতুর মুদ্রা বা কাগজের নোট যেহেতু প্রতিনিয়ত স্বর্ণ কিংবা রূপা দ্বারা পরিবর্তন করা যায়, সেহেতু প্রচলিত নোটের নিছাব ৮৭ গ্রাম স্বর্ণ বা ৬১২ গ্রাম রূপা এর মধ্য থেকে যার মূল্য কম হয় তার সমান হবে। এর উপর বছর অতিক্রান্ত হলে শতকরা আড়াই হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

(খ) أموال التجارة ব্যবসার মালামাল

মাসআলাঃ ৫৩ = বছরের শেষে (মুনাফা সহ) ব্যবসার সব মালামালের মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করতে হবে।

عَنْ عَمْرِوبْنِ حَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الْأُدْمَ وَالْجِعَابَ فَمَرَّبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّمَا هُوَ الْأُدْمُ قَالَ: قَوِّمْهُ ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

হাম্মাস (রাঃ) বলেনঃ আমি চামড়া এবং তিরদান বিক্রি করতাম। উমর (রাঃ) আমার দিক দিয়ে গেলেন তখন তিনি বললেনঃ তোমার সম্পদের যাকাত আদায় কর। আমি বললামঃ আমীরুল মুমিনীন! এ তো কতগুলি চামড়া। উমর (রাঃ) বললেনঃ এর মূল্য নির্ধারণ কর এবং তার যাকাত আদায় কর। -শাফেয়ী, আহমদ, বায়হাকী।[২]

বিঃ দ্রঃ

১- ব্যবসার মালের নেছাব ও পরিমাণ হলো, তাই যা নগদ স্বর্ণ রূপার নেছাব। অর্থাৎ চলমান সময়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২ গ্রাম) রূপা কিংবা সাড়ে সাত তোলা (৮৭ গ্রাম) স্বর্ণ থেকে যার মূল্যের সমান হয়, সেটি ব্যবসার সম্পদের নেছাব। আর যাকাতের পরিমাণ হবে আড়াই শতাংশ।

২- বছরের মধ্যখানে ব্যবসার সম্পদের পরিমাণ অথবা মূল্যে কম-বেশী হওয়ার প্রতি নজর না রেখে যাকাত দেয়ার সময় ব্যবসার সকল মালের মূল্য এবং পরিমাণকে সামনে রেখে যাকাত দিতে হবে।

(গ) الزرع والثمار ফসল ও ফল

মাসআলাঃ ৫৪ = জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে গম, যব, কিশমিশ এবং খেজুরে যাকাত ফরয।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (صحيح)

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৩৯০।

[২] দারা কুতনী, বাবু তা'জীলিছ ছাদকাহ, পৃঃ ২১৫।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চারটি জিনিসের মধ্যে যাকাত নির্ধারণ করেছেন। তাহলো, গম, যব, কিশমিশ এবং খেজুর। -দারাকুতনী।[১]

মাসআলাঃ ৫৫ = জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের নেছাব হল, পাঁচ 'ওয়াছাক' তথা ৭২৫ কিলোগ্রাম।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمرٍ صَدَقَةٌ حَتَّي تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صحيح)

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যতক্ষণ ফসল কিংবা খেজুর পাঁচ ওয়াছাক (অনুমানিক ২০ মন ৭২৫ কিলোগ্রাম) হবেনা ততক্ষণ যাকাত দিতে হবেনা। -নাসায়ী।[২]

মাসআলাঃ ৫৬ = অলৌকিক নিয়মে যে সকল জমির সেচ কার্য সমাদা হয় সেগুলির ফসলে যাকাতের পরিমাণ হবে এক দশমাংশ।

মাসআলাঃ ৫৭ = যে সকল জমি মানব সৃষ্ট নিয়ম-পদ্ধতিতে (যথাঃ কুপ, নল কুপ টিউবওয়েল, নদী ইত্যাদির মাধ্যমে) সেচিত হয়, সেগুলির ফসলে যাকাতের পরিমাণ হবে বিশ ভাগের এক ভাগ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عمر رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". رواه البخاري

সালেম (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম এমন জমির উপর উশর ধার্য্য করেছেন যা বৃষ্টি অথবা ঝর্ণার পানি অথবা নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয়। আর যা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর। -বুখারী।[৩]

মাসআলাঃ ৫৮ = খেজুর এবং আঙ্গুরের যাকাত অনুমান করে আদায় করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ ৫৯ = খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা এবং আঙ্গুরের যাকাত শুকনা আঙ্গুর দ্বারা আদায় করতে বলা হয়েছে।

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا . رواه الترمذي (حسن)

আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে তাদের আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল অনুমান (করে পরিমাণ নির্ধারণ) করার জন্য লোক পাঠাতেন। একই সনদে এও বর্ণিত আছেঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] সিলসিলা সহীহা- আলবানী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৮৭৯।
[২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং- ২৩৩০।
[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে বলেছেনঃ যেভাবে (গাছে থাকতেই) খেজুর অনুমান করা হয় ঠিক সেভাবে আঙ্গুর ও অনুমান করা হবে। অতঃপর যেভাবে খেজুরের যাকাত শুকনো খেজুর দ্বারা দেয়া হয় তদ্রুপ আঙ্গুরের বেলায়ও কিশমিশ প্রদান করতে হবে। -তিরমিযী।[১]

বিঃ দ্রঃ

১ - খেজুর বা আঙ্গুর পাকলে তার কাটার পূর্বে তার ওযন কে অনুমান করে দেখা যে, এটি শুকালে কি পরিমাণ হতে পারে, তাকে 'খারছ' বলে। যাকাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে 'খারছ' তথা অনুমানের মাধ্যমে। কিন্তু আদায় করতে হবে শুকনো ফল দ্বারা।

২ - যেহেতু আমদানীর মাধ্যম যথাঃ জমিনের উপর কোন যাকাত নেই বরং সেই মাধ্যম দ্বারা অর্জিত সম্পদের উপরই যাকাত হয়, সেহেতু কারখানা এবং ফ্যাক্টরীর সরঞ্জামাদি, ডেইরী ফারমে ব্যবহৃত জন্তু এবং ভাড়া দেয়া ঘর বাড়ীতে যাকাত নেই। বরং তা দ্বারা অর্জিত আমদানীতে শর্ত সাপেক্ষে যাকাত ফরয হবে।

(খ) العسل মধু

মাসআলাঃ ৬০ = মধুর উৎপাদন থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়ার আদেশ রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু থেকে এক দশমাংশ গ্রহন করেছেন। -ইবনুমাজাহ।[২]

(গ) الركاز والمعادن খনিজ সম্পদ ও ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ

মাসআলাঃ ৬১ = ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ পাওয়া গেলে তা থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. متفق عليه

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পশুর আঘাতে দন্ড নেই, খনিতে দন্ড নেই এবং কূপে পড়াতেও দন্ড নেই। রিকাযে এক পঞ্চমাংশ (যাকাত) ধার্য্য হবে। -বুখারী, মুসলিম।[৩]

বিঃ দ্রঃ

ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের জন্য নেছাব নির্দিষ্ট করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

মাসআলাঃ ৬২ = খনিজ সম্পদের উপার্জন থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।

---

[১] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৪৭৭।

[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرَعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَي الْيَوْمِ. رواه أبوداؤد

রাবীআ'হ ইবনু আবু আব্দির রাহমান (রাঃ) অন্য ছাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল ইবনুল হারিছ আলমুযানীকে কাবীলার খনি জাগীরদারী হিসেবে দিয়েছেন। এটি হল, 'ফারা' এর কাছাকাছি স্থান। এই খনি থেকে এখনো পর্যন্ত যাকাতই নেয়া হয়। -আবুদাউদ।[১]

বিঃ দ্রঃ

খনিজ সম্পদের উপার্জনের উপর যাকাত আদায় করার ব্যাপারে হাদীসে নির্দিষ্ট কোন নিছাব বা পরিমাণের কথা উল্লেখ হয়নি। ফোক্বাহায়ে কেরাম যাকাতের বিধি-বিধানের দৃষ্টিতে এর পরিমাণ শতকরা আড়াই নির্ধারণ করেছেন।

(ঘ) المواشي গবাদি পশু

মাসআলাঃ ৬৩ = চারটি উটে যাকাত নেই।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ . رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ উটের কমে কোন যাকাত নেই। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ৬৪ = ৫ থেকে ২৪ টি পর্যন্ত প্রতি পাঁচ উটের মধ্যে একটি ছাগল দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৬৫ = ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে এক বছরের একটি স্ত্রীউট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৬৬ = ৩৬ থেকে ৪৫ এর মধ্যে দুবছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৬৭ = ৪৬ থেকে ৬০ এর মধ্যে তিন বছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৬৮ = ৬১ থেকে ৭৫ এর মধ্যে চার বছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৬৯ = ৭৬ থেকে ৯০ এর মধ্যে দুবছরের দুটি স্ত্রী উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭০ = ৯১ থেকে ১২০ এর মধ্যে তিন বছরের দুটি স্ত্রী উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭১ = ১২০ এর চেয়ে বেশী হলে প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছরের একটি উট এবং প্রতি ৫০টিতে তিন বছরের একটি উট দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭২ = নেছাব থেকে কম হওয়া স্বত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে করতে পারবে।

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, কিতাবুল খারাজ।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

عن انس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـــ يَعْنِي ـــ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رواه البخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ আবুবকর (রাঃ) যখন তাঁকে বাহরাইনে পাঠালেন, তখন এই পত্রটি লিখে দিলেন। -বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটি হল, যাকাতের ফরয বিধান যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উপর ফরয করেছেন। আর যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ দিয়েছেন। মুসলমানদের মধ্য থেকে যাকে নিয়ম মত আদায় করতে বলা হয় সে যেন আদায় করে। আর যার থেকে বেশী চাওয়া হয় সে যেন কখনো না দেয়। ২৪ বা তার চেয়ে কম উটের মধ্যে প্রতি পাঁচ উটের মধ্যে একটি ছাগল দিবে। (৫ এর কমের মধ্যে কিছু দিতে হবেনা।) ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে এক বছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ৩৬ থেকে ৪৫ এর মধ্যে দুবছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ৪৬ থেকে ৬০ এর মধ্যে তিন বছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ৬১ থেকে ৭৫ এর মধ্যে চার বছরের একটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ৭৬ থেকে ৯০ এর মধ্যে দুবছরের দুটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ৯১ থেকে ১২০ এর মধ্যে তিন বছরের দুটি স্ত্রী উট দিতে হবে। ১২০ এর চেয়ে বেশী হলে প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছরের একটি উট এবং প্রতি ৫০টিতে তিন বছরের একটি উট দিতে হবে। যার কাছে শুধু চারটি উট থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবেনা। তবে মালিক নিজের ইচ্ছায় দিতে চাইলে তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু পাঁচটি হলে তকন একটি দিতে হবে। জঙ্গলে বিচরণকারী

ছাগলে ৪০ থেকে ১২০ এর মধ্যে একটি ছাগল দিতে হবে। ১২১ থেকে ২০০ এর মধ্যে দু'টি ছাগল দিতে হবে। ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে তিনটি ছাগল দিতে হবে। ৩০০ থেকে বেশী হলে প্রতি শতে একটি ছাগল দিতে হবে। ছাগল চল্লিশটির কম হলে কোন যাকাত দিতে হবেনা। তবে মালিক নিজের খুশীতে নেছাব থেকে কম হওয়া স্বত্ত্বেও যদি যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে করতে পারবে। আর রূপায় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। (যদি তা দুই শ, বা তার চেয়ে বেশী হয়।) কিন্তু যদি একশ নব্বই হয়, তাহলে তাতে কোন যাকাত দিতে হবেনা। তবে মালিক যদি নিজের ইচ্ছায় দিতে চায় তাতে অসুবিধার কিছু নেই। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ৭৩ = ছাগল চল্লিশটির কম হলে কোন যাকাত দিতে হবেনা।

মাসআলাঃ ৭৪ = ৪০ থেকে ১২০ এর মধ্যে একটি ছাগল দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭৫ = ১২১ থেকে ২০০ এর মধ্যে দু'টি ছাগল দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭৬ = ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে তিনটি ছাগল দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭৭ = ৩০০ থেকে বেশী হলে প্রতি শতে একটি ছাগল দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৭৮ = নেছাব থেকে কম হওয়া স্বত্ত্বেও যদি কেউ যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ

১- হাদীসের জন্য দেখুন, মাসআলা নং ৬৪ থেকে ৭২ এর নীচে।

২- ছাগল এবং ভেড়ার নিছাব ও পরিমাণ একই সমান।

মাসআলাঃ ৭৯ = গরু ৩০ এর কম হলে যাকাত দিতে হবেনা।

মাসআলাঃ ৮০ = ৩০ পূর্ণ হলে, তাতে এক বছরের একটি বাছুর দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৮১ = ৪০ পূর্ণ হলে, তাতে দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ত্রিশটি গরুর যাকাত এক বছর বয়সের একটি এড়ে অথবা বকনা বাছুর। চল্লিশটি গরুর যাকাত দুই বছর বয়সের একটি বাছুর। -তিরমিযী।[২]

মাসআলাঃ ৮২ = ৪০ টি গরু হলে, তাতে দু'বছরের একটি বাছুর দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৮৩ = ৬০ টি গরু হলে, তাতে দু'বছরের দু'টি বাছুর দিতে হবে।

মাসআলাঃ ৮৪ = ৬০ এর চেয়ে বেশী হলে প্রতি ত্রিশে একটি এক বছরের বাছুর এবং প্রতি চল্লিশে দু'বছরের বাছুর দিতে হবে।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ৫০৮।

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَي الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعاً أَوْ بيعا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেন পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে এক বছর বয়সের একটি এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর আর প্রতি চল্লিশটি গরুতে দুই বছর বয়সের একটি বাছুর গ্রহন করি। -তিরমিযী।[১]

বিঃ দ্রঃ

গরু এবং মহিশের নিছাব ও পরিমাণ একই সমান।

মাসআলাঃ ৮৫ = যাকাতের উল্লেখিত নিছাব এবং সংখ্যা সেই সকল গবাদি পশুর জন্য যেগুলো অর্ধবছরের চেয়েও বেশী সময় বিনা খরচে প্রকৃতিগতভাবে চরতে পারে।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ . رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ (حسن)

বাহায ইবনু হাকীম নিজের পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক চল্লিশটি উটে যেগুলো মাঠে চরে, দুবছরের একটি উট যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। -আবুদাউদ।[২]

বিঃ দ্রঃ

১- যে সকল গবাদি পশু সম্পূর্ণভাবে মালিকের খরচে চরে কিংবা যেগুলোকে ব্যক্তিগত ব্যাবহারের জন্য পালা হচ্ছে সেগুলির সংখ্যা যত হোক না কেন তাতে যাকাত নেই।

২- যে সকল গবাদি পশু সম্পূর্ণভাবে মালিকের খরচে চরে কিন্তু সেগুলোকে ব্যাবসার নিয়তে পালা হচ্ছে, সেগুলোর উপার্জন থেকে যাকাত দিতে হবে।

[১] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ৫০৯।

[২] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং- ১৩৯৩।

الأَشْيَاءُ الَّتِي لاَتَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

যে সকল সম্পদে যাকাত ফরয হয় না

মাসআলাঃ ৮৫ = ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্রব্যাদির উপর যাকাত নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ . رواه البخاري

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানের ঘোড়া এবং দাসের মধ্যে যাকাত ফরয নয়। -বুখারী।[১]

বিঃ দ্রঃ

ব্যক্তিগত বাড়ী, অথবা বাড়ী নির্মাণের জন্য প্লট এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্রব্যাদি যথাঃ কার, ফার্ণিচার, ফ্রিজ, আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র স্বস্ত্র, এবং ঘোড়া ইত্যাদি এগুলো যত মূল্যেও হোক না কেন তাতে যাকাত দিতে হবে না।

মাসআলাঃ ৮৬ = চাষের জন্য ব্যবহৃত পশুতে যাকাত দিতে হবেনা।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَي الْعَوَامِلِ شَيْئٌ . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (حسن)

আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীর্ঘ হাদীসে বলেছেনঃ কাজের পশুতে যাকাত নেই। -ইবনু খুযায়মা।[২]

বিঃ দ্রঃ ক্ষেত খামারের আয়ের উপর নিয়ম মত যাকাত ওয়াজিব হবে।

মাসআলাঃ ৮৭ = শাক-সব্জিতে যাকাত ফরয হয়না।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَفِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلاَفِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقَرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শাক-সব্জিতে যাকাত নেই, আর আরিয়াতের গাছে যাকাত নেই, আর পাঁচ ওয়াছাকের (৭২৫ কিঃ গ্রাম) কমে যাকাত নেই, আর কাজের জন্তুতে যাকাত নেই, আর 'জাবহা'তেও যাকাত নেই। সাকার বলেনঃ 'জাবহা' অর্থ হলো, ঘোড়া, খচ্চর এবং দাস-দাসী। -দারাকুতনী।[৩]

বিঃ দ্রঃ

'আরিয়াতের গাছ' বলে সেই ফলযুক্ত গাছ বুঝানো হয়েছে যা কোন ধনী কোন গরীবদের কে সাময়িক উপভোগ করার জন্য দিয়ে থাকে।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ ইবনু খুযায়মাহ, চতুর্থ খন্ড, হাদীস নং -২৯২।

[৩] দারাকুতনী, দ্বিতীয় খন্ড,পৃঃ ৯৫।

مَصَـــــارِفُ الزَّكَــــــاة

যাকাত ব্যায়ের খাতসমূহ

মাসআলাঃ ৮৮ = আট প্রকারের ব্যক্তিরা যাকাত গ্রহন করতে পারেবে।

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَي لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّي حَكَمَ فِيْهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ

যিয়াদ ইবনুল হারিছ সাদায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করলাম। অতঃপর অনেক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর এক ব্যক্তি এসে বললঃ আমাকে যাকাত থেকে কিছু দেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তাআ'লা যাকাতের ব্যাপারে কোন নবী বা অন্য কারো মীমাংসায় রাজি হননি বরং নিজেই এব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন এবং তা আট ভাগে ভাগ করেছেন। যদি তুমি সেই আট ভাগের অন্তর্ভূক্ত হও তাহলে তোমাকে তোমার হক দেব। -আবুদাউদ।[১]

মাসআলাঃ ৮৯ = যাকাত উসুলকারী যাকাতের অর্থ থেকে তার পারিশ্রমিক নিতে পারবে, যদিও সে হয় ধনবান।

عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَي الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَنِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا للهِ وَأَجْرِي عَلَي اللهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ (صحيح)

ইবনুস সায়েদী (রাঃ) বলেনঃ উমর (রাঃ) আমাকে যাকাতের উসূলকারক নির্দিষ্ট করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিলাম তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দেয়ার আদেশ দিলেন। আমি বললামঃ আমি আল্লাহর জন্যই করেছি। অতএব আমি আল্লাহ থেকেই এর প্রতিদান নেব। তিনি বললেনঃ আমি যা দিচ্ছি তা নিয়ে নাও। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যাকাতের উসূলকরণের কাজ করেছি। তখন তিনিও আমাকে পারিশ্রমিক দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। আমিও তোমার মতই কথা তাঁকে বলেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ যখন তুমি না চাওয়া স্বত্তেও

[১] সহীহ সুনান আবিদাউদ, কিতাবুযযাকাত।

তোমাকে কিছু দেয়া হয়, তা গ্রহন কর এবং নিজে খাও অথবা ছদকা কর। - আবুদাউদ।[১]

মাসআলাঃ ৯০ = ফকীর এবং মিসকীনগণ যাকাত পাওয়ার অধিকার রাখে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَي الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন তখন তিনি বললেনঃ ----- তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহন করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে। -বুখারী।[২]

বিঃ দ্রঃ

যাকাতের উপযোগী মিসকীন বা ফকীরের সংজ্ঞার জন্য মাসআলা নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ৯১ = মুছীবতগ্রস্ত, ঋণী এবং যেমানত আদায়কারীকে যাকাত দেয়া যাবে।

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا . رواه مسلم

কাবীছাহ ইবনু মুখারিক আল হিলালী (রাঃ) বলেনঃ আমি এক জনের দায়িত্ব নিলাম এবং সে ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম। তিনি বললেনঃ তুমি অপেক্ষা কর যাকাত আসলে আমি তোমাকে দিতে বলব। তারপর বললেনঃ হে কাবীছাহ! যাকাত তিন ধরনের ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। এক ব্যক্তি হল সে যে কারো দায়িত্ব গ্রহন করেছে তার জন্য যাকাত বৈধ হবে দায়িত্ব আদায় করা পরিমাণ। তারপর বন্ধ করে দিবে। যে ব্যক্তি কোন মুছিবতে আক্রান্ত হয়েছে যাতে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তার জন্য যাকাত গ্রহন বৈধ যতক্ষণ না সে চলার ব্যবস্থা করবে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে গেছে এবং তিন জন জ্ঞানী ব্যক্তি তার দারিদ্রের স্বাক্ষী দিয়েছে তার জন্যও যাকাত গ্রহন বৈধ যতক্ষণ

---

[১] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৪৯।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

না সে চলার ব্যবস্থা করবে। হে কাবীছাহ! এছাড়া অন্য যারা যাকাত চায় তারা হারাম খাচ্ছে। -মুসলিম।[১]

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِه فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِه خُذُوْا مَا وَجَدْتُّم وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে এক ব্যক্তি কিছু ফল খরিদ করেছিল যার কারণে তার কর্য বেড়ে গেল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তাকে ছদকা দাও। লোকজন তাকে যাকাত দিল কিন্তু কর্য পরিশোধ করার পরিমাণ হলনা। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কর্যদারদের বললেনঃ তোমরা যা পেয়েছো তা নাও। এছাড়া তোমরা আর কিছু পাবেনা। -মুসলিম।[২]

মাসআলাঃ ৯২ = নতুন মুসলিম অথবা যার অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকেছে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَهُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِيْ نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَ تُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِم

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আলী (রাঃ) ইয়েমেন থেকে মাটিযুক্ত কিছু স্বর্ণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (১) আকরা' বিন হাবিস হাঞ্জলী, (২) উয়াইনা ইবনু বদর ফাযারী, (৩) আলক্বামা ইবনু আলাতাহ আমেরী (৪) এবং কেলাব গোত্রের এক ব্যক্তি। যায়দ ইবনুল খায়র আত্তায়ী অতঃপর নাবহান গোত্রের এক ব্যক্তি। তিনি বললেনঃ তারপর কুরাইশ অসন্তুষ্ট হল এবং বললঃ আপনি আমাদের ছেড়ে নাজদের লোকদের দিচ্ছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তাদের কে আরো কাছে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এটা করেছি। -মুসলিম।[৩]

মাসআলাঃ ৯৩ = দাস-দাসীকে মুক্তিপণ হিসেবে এবং কয়দীকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَي عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِّدُنِي مِنَ النَّارِ فَقَالَ لَهُ: إِعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا قَالَ: لاَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ بِثَمَنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَ قُطْنِي (حسن)

বারা (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ আমাকে এমন একটি আমল বলে দেন যা আমাকে জান্নাতের নিকটে করে দিবে এবং জাহান্নাম থেকে দুরে সরিয়ে দিবে। তিনি বললেনঃ দাস মুক্ত কর এবং কয়দীকে ছেড়ে দাও। তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদুটি এক নয় কি? বললেনঃ না, দাস মুক্ত করা হল, নিজে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা আর কয়দী ছেড়ে দেয়া মানে তাকে মূল্য প্রদান করার মধ্যে সাহায্য করা। -আহমদ, দারা কুতনী।[১]

মাসআলাঃ ৯৪ = আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীকে [২] যাকাত দেয়া যাবে।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَي الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ. رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ (صحيح)

আতা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ হবেনা। তবে পাঁচটি কারণে সে ছদকা গ্রহন করতে পারে। (১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী হলে, (২) যাকাত উসূলকারী হলে, (৩) কর্যদার হলে, (৪) নিজের সম্পদ দ্বারা তা ক্রয় করলে অথবা (৫) যদি কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী গরীব হয় এবং তাকে কেউ ছাদকা করে অতঃপর সে ধনীকে হাদিয়া দিল তাহলে সে ধনী খেতে পারবে। -আবুদাউদ।[৩]

বিঃ দ্রঃ

১- 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ) কথাটি রণক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যতীত হজ্জ এবং উমরা কে ও বুঝায়।

২- কোন কোন আলেমদর মতে দ্বীনের শীর উঁচু করা, দ্বীন প্রচারের সকল কাজ যথাঃ দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, তা দেখা-শুনা করা এবং ধর্মীয় কিতাবাদি প্রকাশ করে মানুষের মধ্যে বন্টন করা ইত্যাদি সব কিছু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর অন্তর্ভূক্ত।

৩- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর উদ্দেশ্যে সঞ্চিত সম্পদে যাকাত নেই।

৪- হাদীসের ৪র্থ নম্বরে শুধু এই সন্দেহকে দুর করা হয়েছে যে, গরীব কে যাকাত হিসেবে যা দেয়া হয়েছে তা (যাকাতদাতা ব্যতীত অন্য) কোন ধনী যদি ক্রয় করতে চায় তাহলে

[১] নাইলুল আওতার, কিতাবুয যাকাত।

[২] আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বলতে মূলতঃ ঐ সেনাবাহিনী বা সরকারকে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা অথবা ইসলামকে রক্ষা বা ইসলামী রাস্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করে। (অনুবাদক)

[৩] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৪০।

করতে পারবে। আর ৫ম নম্বরে এই সন্দেহকে দুর করা হয়েছে যে, কোন ধনী ব্যক্তি গরীবকে দেওয়া যাকাতের সম্পদ থেকে গরীবের দেয়া হাদিয়া গ্রহন করতে পারবে। তবে বাস্তবে যাকাতে হকদার হলো, হাদীসে উল্লেখিত প্রথম তিন ব্যক্তি।

মাসআলাঃ ৯৫ = সফরবাস্থায় প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে মুসাফির কে যাকাত দেয়া যাবে। যদিও সে নিজ গৃহে ধনী হয়।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيْلِ أَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيَ لَكَ أَوْ يَدْعُوْكَ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حسن)

আবুসাঈদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ হবেনা। তবে সে যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে রত থাকে অথবা মুসাফির হয় অথবা গরীব প্রতিবেশীকে কেউ ছদকা করল অতঃপর সে হাদিয়া দিল অথবা দাওয়াত দিল। -আবুদাউদ।[১]

মাসআলাঃ ৯৬ = যাকাত শুধু মুসলমানদের দিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুআয (রাঃ) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন এবং বললেনঃ "তুমি আহলে কিতাবের একটি গোষ্ঠীর দিকে যাচ্ছ, সুতরাং তুমি প্রথমে তাদেরকে এ সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবূদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা একথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তখন তাদের প্রিয় সম্পদ নেয়ার চেষ্টা করবে না। আর মযলুমের দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ তার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই। -মুসলিম।[২]

মাসআলাঃ ৯৭ = যাকাত সকল অধিকারীর মধ্যে বন্টন করা জরুরী নয়।

---

[১] নাইলুল আওতার , কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ : مَا لَكَ . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا . قَالَ لاَ. قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ لاَ. فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ. فَقَالَ أَنَا. قَالَ : خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ـــ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . متفق عليه

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসেছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? বললঃ আমি রোযাবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি দাস মুক্ত করতে পারবে? বললঃ না। তারপর বললেনঃ তুমি কি লাগাতর দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? বললঃ না। তারপর বললেনঃ তুমি কি ষাট জন মিসকীন কে খাবার দিতে পারবে? বললঃ না। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি খেজুরের একটি থালা নিয়ে আসল। তখন তিনি বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললঃ আমি। তারপর বললেনঃ নাও এগুলো ছাদকা করে দাও। লোকটি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার চেয়ে গরীব ব্যক্তিকে দেব? আল্লাহর শপথ! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমার পরিবারের চেয়ে গরীব পরিবার একটিও নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে হাঁসলেন যে, তাঁর দাঁত দেখা গেল। তারপর বললেনঃ যাও তোমার পরিবার কে খেতে দাও। -বুখারী, মুসলিম।[১]

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুচ্ছাওম।

مَنْ لَاتَحِـــلُّ لَــهُ الزَّكَــاةُ

যাদের জন্য যাকাত বৈধ নয়

মাসআলাঃ ৯৮ = নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য যাকাত বৈধ নয়।

মাসআলাঃ ৯৯ = নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন যাকাত থেকে অনেক উর্ধে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ لَوْ لاَأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. متفق عليه واللفظ للبخاري

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখলেন। তখন বললেনঃ যদি এটি ছাদকা হওয়ার ভয় না হত, তাহলে আমি খেয়ে ফেলতাম। -বুখারী, মুসলিম।[১]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضى الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. متفق عليه

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ হাসান ইবনু আলী (রাঃ) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে নিজের মুখে দিলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ খা খা, -যেন তিনি মুখ থেকে ফেলে দেন- তারপর বললেনঃ তুমি কি জান না যে আমারা ছাদকা খাইনা? -বুখারী, মুসলিম।[২]

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ . رواه مسلم

আব্দুল মুত্তালিব ইবনু রাবীআ'হ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এসব ছদকা-যাকাত হল মানুষের ময়লা। তা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের হন্য বৈধ নয়। -মুসলিম।[৩]

মাসআলাঃ ৯৯ = অমুসলিমকে (সাধারণতঃ) যাকাত দেয়া জায়েয হবেনা।

---

১ সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

২ সহীহ আলবুখারী, কিতাবুয যাকাত।

৩ সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ إِلَي الْيَمَنِ فَقَالَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم ». رواه البخاري

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেন দেশে পাঠালেন তখন তিনি বললেনঃ --- তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহন করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১০০ = বিত্তশালী এবং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ধনী বা সুস্বাস্থ্য ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ নয়। -তিরমিযী।[২]

মাসআলাঃ ১০১ = পিতা-মাতাকে যাকাত দিলে আদায় হবেনা।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي. قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ . رواه أبوداؤد وابن ماجة (صحيح)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেনঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খেতে পার। -আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ।[৩]

মাসআলাঃ ১০২ = সন্তানদের যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

মাসআলাঃ ১০৩ = স্ত্রীকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . أَوْ قَالَ : زَوْجِكَ . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ . رواه أبوداؤد والنسائي (حسن)

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ৫২৮।

[৩] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৩০৫১।

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছদকার আদেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটা দীনার আছে। বললেনঃ তা তোমার নিজের জন্য খরচ কর। সে বললঃ আমার কাছে আর একটা আছে। বললেনঃ তা তোমার সন্তানের জন্য খরচ কর। সে বললঃ আমার কাছে আর একটা আছে। বললেনঃ তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। সে বললঃ আমার কাছে আর একটা আছে। বললেনঃ তা তোমার কাজের ছেলে মেয়ের জন্য খরচ কর। সে বললঃ আমার কাছে আর একটা আছে। বললেনঃ তার ব্যাপারে তুমি বুঝে চিন্তে কর। -আবুদাঊদ, নাসায়ী।[১]

বিঃ দ্রঃ

যে সকল আত্মীয়ের খরচ প্রদান মানুষের নিজের উপর আবশ্যক, তাদের যাকাত দেয়া বৈধ নয়। যথাঃ পিতা-মাতা, দাদা, পরদাদা, ছেলে, পুতা, পুতার ছেলে ও স্ত্রী প্রমুখ।

[১] সহীহ সুনানু আবুদাঊদ, দ্বিতীয়, হাদীস নং - ১৪৮৩।

ذَمُّ الْمَسْئَــــــلَةِ

ভিক্ষা করার নিন্দা

মাসআলাঃ ১০৪ = অনর্থক ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকবে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ . رواه البخاري

হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। প্রথমে সন্তান সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনকে দাও। আর উত্তম ছদকা হল তাই যা দেয়ার পরও মানুষ ধনী থাকে। আর যে ভিক্ষা থেকে বাঁচতে চাইবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে বাঁচাবেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। -বুখারী।[১]

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ . رواه البخاري

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ রশী নিয়ে পিঠের উপর কাঠ বুঝাই করে নিয়ে এসে তা বিক্রি করা, - যাতে করে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্মান রক্ষা করবেন- এটি তার জন্য মানুষের কাছে চাওয়া থেকে অনেক উত্তম। (কে জানে) মানুষ তাকে দিবে কি না দিবে। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১০৫ = নিষ্প্রয়োজনে ভিক্ষাকারী হারাম খেয়ে থাকে।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলাঃ ১০৬ = সম্পদ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করা আগুনের কৈলা সঞ্চয় করার সমান।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ . رواه مسلم

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে সে বাস্তবে আগুনের কৈয়লা ভিক্ষা করে। এখন তার ইচ্ছা চাই সে কম করুক চাই বেশী করুক। -মুসলিম।[৩]

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ'।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

মাসআলাঃ ১০৭ = অনর্থক ভিক্ষাকারীর ভিক্ষা কিয়ামতের দিন তার মুখে দাগের মত দেখা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ - أَوْ خُدُوْشٌ - أَوْ كُدُوحٌ - فِي وَجْهِهِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . رواه أبوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح)

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে ভিক্ষা করে সে কিয়ামতের এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় চিরে ফেলার আঘাতের নিদর্শন থাকবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ধর্ণাঢ্যতা বলতে কি বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ। -আবুদাউদ, তিরমিযী।[১]

বিঃ দ্রঃ

পঞ্চাশ দিরহাম প্রায় ১৭ তোলা রূপার সমান।

[১] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৩২।

صَدَقَــــةُ الْفِطْرِ

ছদকায়ে ফিতর

মাসআলাঃ ১০৮ = ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরয।

মাসআলাঃ ১০৯ = ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য হল, রোযাবস্থায় সংগঠিত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে নিজেকে পবিত্র করা।

মাসআলাঃ ১১০ = ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের জন্য বের হবার পূর্বে আদায় করা চাই। অন্যথায় তা সাধারণ ছদকায় পরিণত হয়।

মাসআলাঃ ১১১ = ছদকায়ে ফিতর পাবার অধিকারী তারাই যারা যাকাত পাবার অধিকারী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . رواه أحمد وابن ماجة (حسن)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীদের অপ্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ ও অশ্লীল বাক্যালাপের পাপ থেকে পবিত্র করণের জন্যে এবং দুস্থ মানবতার খাদ্যের উদ্দেশ্যে যাকাতুর ফিতর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করবে তা ছদকায়ে ফিতর হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে আদায় করবে তা সাধারণ ছদকার অন্তর্ভূক্ত হবে। -আহমদ, ইবনু মাজাহ।[১]

মাসআলাঃ ১১২ = ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল, এক ছা, যা আড়াই কিলোগ্রামের সমান।

মাসআলাঃ ১১৩ = ছদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলিম দাস-দাসী, নর-নারী, ছোট-বড়, রোযা পালনকারী হোক বা না হোক, নেছাবের মালিক হোক বা না হোক সকলের উপর ফরয।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ من رمضان على الناس صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. متفق عليه

ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের ছদকা ফিতর হিসেবে এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' যব দাস ও দাসী, স্বাধীন পুরুষ ও মহিলা, ছোট ও বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয করেছেন। -বুখারী, মুসলিম।[২]

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৮০।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

মাসআলাঃ ১১৪ = ছদকায়ে ফিতর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আদায় করা অনেক উত্তম।[১]
মাসআলাঃ ১১৫ = গম, চাউল, যব, খেজুর, পনির, মুনাক্কা ইত্যাদির মধ্যে যেটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা দিয়ে ছদকায়ে ফিতর আদায় করা দরকার।

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.. متفق عليه

আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা যাকাতুল ফিতর হিসেবে খাদ্য, যব, খেজুর, মুনাক্কা অথবা কিশমিশ থেকে এক ছা পরিমাণ আদায় করতাম। -বুখারী, মুসলিম।[২]

মাসআলাঃ ১১৬ = ছদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় শেষ রোযা ইফতার করার পর শুরু হয়। কিন্তু ঈদের দুএকদিন পূর্বে আদায় করাতেও দোষের কিছু নেই।
মাসআলাঃ ১১৭ = পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মাথাপিছু স্ত্রী, সন্তান, চাকর সকলের পক্ষ থেকে ছদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে।

عن نافع فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. رواه البخاري

নাফে বলেনঃ ইবনু উমর (রাঃ) ছোট এবং বড় সবার পক্ষ থেকে ছদকা ফিতর আদায় করতেন। এমনকি তিনি আমার বাচ্ছাদের পক্ষ থেকেও আদায় করতেন। আর ইবনু উমর (রাঃ) তাদেরকে দিতেন যারা তা গ্রহন করত। তারা ঈদুল ফিতরের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে আদায় করতেন। -বুখারী।[৩]

---

[১] ছদকায়ে ফিতর একটি ফরয ইবাদত। সহীহ হাদীস অনুসারে চাউল, গম ইত্যাদি প্রধান খাদ্যদ্রব্য থেকে এক ছা' (আড়াই কেজি) পরিমাণ ফিতরা দেয়া ফরয। যা ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়। (দেখুন, মাসআলা নং ১১১, ১১৩, ১১৫।)

উল্লেখ্য যে, খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দ্বারা ছদকায়ে ফিতর আদায়ের নিয়ম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের যুগে ছিলনা। অথচ তখনো মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ফকীর-মিসকীনদের প্রতি সব চেয়ে বেশী দয়াবান। তথাপি তিনি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের জন্য সুন্নাত মতে আমল করার নিয়তে খাদ্যদ্যব্য দ্বারা ছদকায়ে ফিতর আদায় করা বেশী উত্তম হবে। -অনুবাদক।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

صَــــدَقَــــةُ التَّطَوُّعِ

নফল ছদকার বিবরণ

মাসআলাঃ ১১৮ = হারাম সম্পদ থেকে দেয়া কোন যাকাত কিংবা নফল ছদকা আল্লাহ্ তাআ'লা গ্রহন করেন না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صحيح)

উসামা ইবনু উমাইর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআ'লা পবিত্রতা ব্যতীত নামায গ্রহন করেন না এবং হারাম সম্পদের ছদকা গ্রহন করেন না। -নাসায়ী।[১]

মাসআলাঃ ১১৯ = হালাল উপার্জন থেকে দেয়া খেজুরের সমান ছদকাও আল্লাহ তাআ'লা গ্রহন করেন।

মাসআলাঃ ১২০ = হালাল উপার্জন থেকে দেয়া সাধারণ ছাদকার ছাওয়াবও আল্লাহ তাআ'লা অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ . رواه البخاري

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ ছদকা করবে। আর আল্লাহ তাআ'লা হালাল ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। তা হলে আল্লাহ্ তাআ'লা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। তারপর দানকারীর জন্য তাকে লালন-পালন করেন যেরূপভাবে তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে। এমনকি পরে সেই দানটি পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১২১ = ছদকা তথা দান-খয়রাত আল্লাহ্ তাআ'লার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ পাবার কারণ হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بينا رجل بفلاة من الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ . فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ

---

[১] সহীহ সুনানু নাসায়ী, দ্বিতীয়, হাদীস নং - ২৩৬৪।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

قَد اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رجل قَائِمٌ فِي حَدِيقَته يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاته فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّه مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ . لِلاسْمِ الَّذي سَمِعَ فِي السَّحَابَة فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّه لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لاسْمكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ করে মেঘের মধ্যে একটি শব্দ শুনতে পেল। বলা হল অমুকের বাগানে পানি দিয়ে আসে। তারপর মেঘটি সরে গেল এবং কংকর জমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করল। পরে সব পানি একটি নালায় জমা হয়ে চলতে লাগল। লোকটি পানির পিছনে পিছনে যাওয়া শুরু করল। সে দেখল এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে এবং বেলচা দিয়ে পানি এদিকে সেদিকে করছে। সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? লোকটি বললঃ অমুক (লোকটি সেই নামই বলল যা সে মেঘ থেকে শুনেছিল) তারপর সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আপনি আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করছেন? সে বললঃ যে মেঘের এই পানি সেই মেঘ থেকে আমি শুনেছি যে, তোমার নাম নিয়ে বললঃ অমুকের বাগানে পানি দাও। তুমি এতো কি কর? বাগানের মালিক বললঃ তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে তা হলে বলছি শুন, এই বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা আমি তত্ত্বাবধান করি। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। -মুসলিম।[১]

মাসআলাঃ ১২২ = ছদকা তথা দান-খায়রাত আল্লাহ তাআ'লার রাগ দুর করে এবং খারাপ মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচায়।

عَنْ أَبِي سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ وَفِعْلُ الْمَعْرُوْفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (صحيح)

আবুসাইদ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গুপ্ত ছদকা আল্লাহর রাগ ঠান্ডা করে, আর আত্মীয়তা রক্ষা বয়স বৃদ্ধি করে আর ভালকাজ অপমৃত্যু থেকে বাঁচায়। -বায়হাকী।[২]

মাসআলাঃ ১২৩ = কিয়ামতের দিন মুসলিম তার ছদকার ছায়ায় থাকবে।

عَنْ مَرْثَد بْن عَبْد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَة صَدَقَتُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

[১] মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং - ৫৩৪।

[২] সহীহুল জামিউস সাগীর -আলবানী, তৃতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৩৬৫৪।

মারছাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ বলেনঃ আমাকে জনৈক ছাহাবী বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারের ছায়া হবে তার ছদকা। -আহমদ।[১]

মাসআলাঃ ১২৪ = সাধারণ জিনিসের ছদকাও মানুষকে আগুন থেকে বাঁচায়।

عن عَدِيِّ بْنَ حَاتِمٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ". رواه البخاري

আদি ইবনু হাতিম বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১২৫ = উত্তম ছদকা হল, পানি পান করানো।

عَنْ سَعَدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ الله إِنَّ أُمَّ سَعَدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعَدٍ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ (حسن)

সাআ'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ উম্মে সাআ'দ মারা গেছে। তার জন্য কোন ছদকা বেশী উত্তম হবে? বললেনঃ পানি। তারপর তিনি একটি কুপ খনন করলেন এবং বললেনঃ এটি উম্মু সাআ'দের জন্য। -আবুদাউদ।[৩]

মাসআলাঃ ১২৬ = ছদকার জন্য যারা সুপারিশ করে তারাও ছাওয়াবের ভাগী হন।

عن أَبِي بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيه رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْه حَاجَةٌ قَالَ : اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ . رواه البخاري

আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন কোন অভাবী আসত তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বলতেনঃ "তোমরা (আমার কাছে) সুপারিশ কর যাতে তোমরা নেকী পেতে পার। আর আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা পছন্দ করেন তার ফয়সালা করবেন।"-বুখারী।[৪]

মাসআলাঃ ১২৭ = ছদকা তথা দান-খায়রাত করলে সম্পদ হ্রাস পায় না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَازَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰه إِلَّا رَفَعَهُ الله . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "ছদকার কারণে সম্পদ কম হয় না। আর কেউ ক্ষমা করলে আল্লাহ তাআ'লা তার

---

১ মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুয যাকাত।

২ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

৩ সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৭৪।

৪ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা দেখায়, আল্লাহ তাআ'লা তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। -মুসলিম।[১]

মাসআলাঃ ১২৮ = সুস্বাস্থ্য এবং সম্পদের আসক্তি থাকা কালে ছদকা করা বেশী উত্তম।

মাসআলাঃ ১২৯ = ছদকা- দানের ব্যাপার দ্রুত করে ফেলা আবশ্যক।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ . رواه البخاري

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ছদকায় বেশি ছাওয়াব হবে? তিনি বললেনঃ এমন অবস্থায় দান কর, যখন তুমি সুস্থ থাক, সম্পদের লোভী হও, অভাব-অনটনকে ভয় করছ এবং ধর্ণ্যাঢ্যতার আশা রাখছ। আর ছদকার ব্যাপারে বিলম্ব কর না। ধর্ণ্যাঢ্যতার অবশেষে যখন মৃত্যু মুহূর্ত নিকটে হবে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এ পরিমাণ, আর অমুকের জন্য সে পরিমাণ। অথচ সে সম্পদ অমুকের জন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১৩০ = মুসলমানের বাগান থেকে কোন পশু-পাখী খেলে তাতেও সে ছদকার ছাওয়াব পাবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً . متفق عليه

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান কোন গাছ লাগালে কিংবা ক্ষেতি করলে তা থেকে পাখী, মানুষ অথবা কোন পশু যা খাবে তা তার জন্য ছদকা হবে। -বুখারী, মুসলিম।[৩]

মাসআলাঃ ১৩১ = মহিলারা তাদের খরচের পয়সা থেকে দান-ছদকা করতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا . رواه البخاري

---

১ মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুয যাকাত।

২ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

৩ মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুয যাকাত।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মহিলা ঘরের খাবার থেকে খরচ করে এবং তার স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহারের নিয়ত না করে তাহলে সে তার খরচের প্রতিদান পাবে এবং তার স্বামী তার উপার্জনের প্রতিদান পাবে আর কুসাধ্যক্ষও সেভাবে পাবে। এখানে কারো প্রতিদান থেকে কিছু কম করা হবেনা। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১৩২ = ছদকা করে ফেরৎ নেয়া অবৈধ। অনুরূপ ছদকার বস্তু ক্রয় করাও ঠিক নয়।

عن عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ আমি একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দান করেছিলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে সেটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তাই আমি ঘোড়াটি তার নিকট থেকে ক্রয় করার নিয়ত করলাম। আমার ধারণা ছিল সে আমার কাছে সস্তায় ঘোড়াটি বিক্রি করবে। এব্যাপারে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি তা ক্রয় কর না। দান করা জিনিস পুনরায় ফেরত নিও না। যদিও তা তোমাকে মাত্র এক দিরহামের বিনিময়ে দিয়ে দেয়। কারণ দান করে যে ফেরত নেয় সে যেন বমি করে আবার গলধঃকরণ করে। -বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১৩৩ = মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছদকা দান করতে পারবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . رواه الترمذي (صحيح)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে ছদকা করি তাহলে কি তার উপকার হবে? বললেনঃ হাঁ, লোকটি বললঃ আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে বাগানটি ছদকা করলাম। -তিরমিযী।[৩]

মাসআলাঃ ১৩৪ = ফকীরেরা কোন ধনী কিংবা বনী হাশেমের কোন ব্যক্তিকে ছদকার পয়সা থেকে উপহার দিতে পারবে।

---

১ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

২ সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

৩ সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ৫৩৭।

عَنْ اَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ مَاهَذَا ؟ قَالُوا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ . رواه أبوداؤد (صحيح)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু গোস্ত নিয়ে আসা হলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? লোকেরা বললঃ এগুলো হলো যা বরীরাহ কে ছদকা দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেনঃ এগুলো তার জন্য ছদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। -আবুদাউদ।[১]

মাসআলাঃ ১৩৫ = খোঁটা দিলে ছদকার ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَي وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ . رواه النسائي (صحيح)

আবুযর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছেন যাদের সাথে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তারা হলেনঃ যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, যে ব্যক্তি গোড়ালীর নীচে কাপড় পরে আর যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে নিজের পণ্য চালায়। -নাসায়ী।[২]

মাসআলাঃ ১৩৬ = প্রত্যেক ভাল কাজই এক রকম ছদকা।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ . رواه مسلم

হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ তোমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক ভালকাজে ছদকার ছাওয়াব হয়। -মুসলিম।[৩]

---

[১] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৫৭।
[২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ২৪০৪।
[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

مَسَـــائِلُ مُتَفَــرِّقَةٌ

বিবিধ মাসায়েল

মাসআলাঃ ১৩৭ = সরকার যাকাত নিয়ে নিলে মানুষ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُوْلِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُوْلِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا . رواه أحمد (حسن)

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ যদি আমি আপনার প্রতিনিধির কাছে যাকাত আদায় করি তাহলে কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে যাকাত থেকে দায়িত্বমুক্ত থাকব? তিনি বললেনঃ হাঁ, যদি তুমি আমার প্রতিনিধিকে দাও তাহলে তুমি দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি পরিবর্তন করবে সেই গোনাহগার হবে। -আহমদ।[১]

মাসআলাঃ ১৩৮ = স্ত্রী তার দরিদ্র স্বামীকে যাকাত প্রদান করলে শুধু বৈধ হবেনা বরং উত্তম হবে।

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا. قَالَ زَيْنَبُ قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ . قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ. قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ . رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) বলেনঃ আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা ছদকা কর যদিও তোমাদের অলঙ্কার থেকে হোক। যায়নাব আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর কোলের এতীমদের জন্য খরচ করতেন। তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে বললেনঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি যাকাতের মাল আপনার জন্য এবং আমার কোলের এতীমদের জন্য খরচ করি তাহলে যথেষ্ট হবে কি? আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ বরং তুমি নিজে জিজ্ঞেস কর। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

[১] নায়লুল আওতার, কিতাবুয যাকাত।

কাছে গেলাম। দেখলাম আর একজন আনসারী মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে সেও আমার মত উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। এমতাবস্থায় আমাদের কাছ দিয়ে বেলাল (রাঃ) গেল। আমরা বললামঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস কর, আমি যদি আমার স্বামী এবং আমার কোলের এতীমদের যাকাত দেই তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হবে? আর তাঁকে আমাদের ব্যাপারে বল না। বেলাল গিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ তখন তিনি বললেনঃ তারা কারা? বেলাল বললঃ যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যায়নাব? বললঃ ইবনু মাসউদের স্ত্রী। তখন বললেনঃ হাঁ, তার জন্য দুটি বদলা হবে। ছদকার বদলা এবং আত্মীয়তা রক্ষার বদলা। -বুখারী।[১]

মাসআলাঃ ১৩৯ = স্বীয় (দরিদ্র) আত্মীয়-স্বজন কে যাকাত দেয়া অনেক উত্তম।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح)

সালমান ইবনু আমির (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মিসকীন কে ছদকা দিলে ছদকার ছাওয়াব হবে আর আত্মীয়কে ছদকা দিলে তাতে ছদকার ছাওয়াব এবং আত্মীয়তা রক্ষার ছাওয়াব উভয় হবে। -তিরমিযী, নাসায়ী।[২]

মাসআলাঃ ১৪০ = ভূল বশতঃ কোন অনুপযোগী কিংবা ফাসিক ব্যক্তিকে যাকাত দিয়া দিলে তার পূর্ণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ . رواه مسلم

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি মনস্থির করে বললঃ আমি আজ ছদকা করব। সে তার ছদকা নিয়ে বের হল এবং চোরের হাতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগলঃ গত রাতে চোরকে ছদকা দেয়া হয়েছে। ছদকা প্রদানকারী বললঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। আজ আমি ছদকা দিব। দ্বিতীয় দিনেও সে ছদকার অর্থ নিয়ে বের হল এবং এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে আসল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলঃ গত রাতে এক যিনাকারিণী ছদকার জিনিস পেয়েছে।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ২৪২০।

ছদকা প্রদানকারী বললঃ হে আল্লাহ! এই ব্যভিচারিণীর (ছদকা লাভের) জন্য তোমার শোকর আদায় করছি। আমি অবশ্যই আরো ছদকা-খয়রাত করব। তৃতীয় রাতেও সে ছদকা নিয়ে বের হল এবং এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে আসল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগলঃ গত রাতে এক ধনী ব্যক্তি ছদকা পেয়েছে। ছদকা প্রদানকারী বললঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আমার ছদকা চোর, ব্যভিচারিনী ও ধনী ব্যক্তিকে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। তারপর তাকে (স্বপ্নে) বলা হলঃ তুমি যে চোরকে ছদকা দিয়েছ সম্ভবত সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। তুমি যিনাকারিণীকে যে ছদকা দিয়েছ, সম্ভবত সে তার কুকর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর ধনী ব্যক্তিকে যে ছদকা দিয়েছ, আশা করা যায় সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা খরচ করবে। -মুসলিম।[১]

মাসআলাঃ ১৪১ = যাকাত গ্রহন করতে পারে এরূপ মিসকীনের পরিচয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ . رواه البخاري

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয় যে এক মুঠো-দু'মুঠো খাবারের জন্য বা দুই একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলে সে প্রর্ত্যাবর্তন করে, বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার প্রয়োজন পুরণ করার মত যথেষ্ট সঙ্গতি নেই। অথচ তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকে তাকে ছদকা দান করতে পারে এবং সে নিজে উঠে গিয়েও কারো নিকট হাত পাতে না।-বুখারী।[২]

মাসআলাঃ ১৪২ = যে ব্যক্তি অন্যের কাছে ভিক্ষা করে না তার জন্য রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের যেমানত দিয়েছেন।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُكْفَلْ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً فَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا ، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئاً . رواه أبوداؤد (صحيح)

ছাওবান (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কে আমার জন্য এই দায়িত্ব নিবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে তার জন্য আমি জান্নাতের দায়িত্ব নেব? ছাওবান (রাঃ) বলেনঃ আমি। তখন থেকে তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না। -আবু দাউদ।[৩]

মাসআলাঃ ১৪৩ = হাশিম গোত্রের কোন ব্যক্তিকে যাকাত উসুলকারক নির্ধারণ করা ঠিক নয়।

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুয যাকাত।

[৩] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৪৬।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لِأَبِى رَافِعٍ اَصْحِبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتَّي آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ . رواه أبوداؤد (صحيح)

আবুরাফে (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন যাকাত উসূল করার জন্য। সে আবুরাফে কে বললঃ তুমি আমার সাথে চল। যাকাতের সম্পদ থেকে তুমিও অংশ পাবে। আবু রাফে বললেনঃ আমি যতক্ষণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করবনা ততক্ষণ যাব না। অতঃপর তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ তখন তিনি বললেনঃ যে কোন সম্প্রদায়ের মুক্ত দাসও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আমাদের জন্য যাকাত হালাল নয়। -আবুদাউদ।[১]

মাসআলাঃ ১৪৪ = ঋণগ্রস্থ সম্পদশালী ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করতে হবেনা।

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا. رواه مالك

ইয়াযীদ ইবনু খুছাইফা থেকে বর্ণিত, তিনি সুলাইমান ইবনু ইয়াসার থেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এক ব্যক্তি যার সম্পদ আছে, কিন্তু সেই পরিমাণ তার ঋণও আছে, তার উপর কি যাকাত ফরয হবে? তিনি বললেনঃ না। -মালিক।[২]

মাসআলাঃ ১৪৫ = যিমার সম্পদ (যে সম্পদ ফিরে পাওয়ার আশা নেই।) এর যাকাতের বিধান।

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إِلَي أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَي مِنَ السِّنِيْنَ ثُمَّ عَقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَايُؤْخَذَ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا . رواه مالك

আইয়ুব ইবনু আবু তামীমাহ সাখতিয়ানী বলেনঃ উমর ইবনু আব্দুল আযীয (রাহঃ) এমন সম্পদ যা তাঁর কোন গভর্ণর অন্যায় ভাবে গ্রহন করেছিল তার ব্যাপারে তিনি লেখলেন যেন সেই সম্পদ তার মালিকের কাছে ফেরৎ দেয়া হয় এবং বিগত বছরগুলোর যাকাত গ্রহন করা হয়। তারপর আর একটি চিঠি লিখে বলে দিলেন যে, সেগুলো থেকে যেন শুধু একটি যাকাত গ্রহন করা হয় কেননা সেগুলি হলো, যিমার সম্পদ। -মালিক।[৩]

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং - ১৪৫২।

[২] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুয যাকাত।

[৩] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুয যাকাত।

الأَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহ

1 – فِي الرِّكَازِ الْعُشْرُ .

১ - খনীজ সম্পদে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-আলফাওয়ায়িদুল মাজমূআ'হ-শাওকানী, হাদীস নং ১৭৫।

2 – لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .

২ - অলঙ্কারে কোন যাকাত নেই।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৮।

3 – أَعْطُوْا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ .

৩ - ভিক্ষুককে কিছু দাও যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৮৭।

4 – مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُوْدَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ .

৪ - যে ব্যক্তির কাছে ছাদকা দেয়ার জন্য কিছু থাকবে না, সে যেন ইহুদীদেরকে অভিশাপ দেয়।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯০।

5 – مَنْ قَضَي لِمُسْلِمٍ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا قَضَي الله لَهُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ حَاجَةً أَسْهَلُهَا الْمَغْفِرَةُ

৫ - যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন মুসলিমের কোন প্রয়োজন পূর্ণ করবে আল্লাহ তাআ'লা তার বাহত্তরটি (৭২) প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। তথায় সর্ব নিম্ন হবে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৩।

6 – مَنْ رَبَّي صَبِيًّا حَتَّى يَقُوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله لَمْ يُحَاسِبْهُ الله .

৬ - যে ব্যক্তি কোন শিশুকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা পর্যন্ত লালন-পালন করবে আল্লাহ তাআ'লা তার কোন হিসাব নিবেন না।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৮।

7 — إِنَّ السَّخِيَّ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَإِنَّ الْبَخِيْلَ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْفَاجِرُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

৭ - দানশীল ব্যক্তি মানুষের নিকটে, আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের নিকটে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। আর কৃপণ আল্লাহ্ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জান্নাত থেকে দূরে। আর পাপী দানশীল আল্লাহর কাছে কৃপণ ইবাদতগুজারের চেয়ে অনেক উত্তম।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১১।

8 — اَلْجَنَّةُ دَارُالْأَسْخِيَاءِ .

৮ - জান্নাত হলো দানশীল ব্যক্তিদের স্থান।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৪।

9 — اَلسَّخِيُّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَإِنِّي لَأَرْفَعُ عَنِ السَّخِيِّ عَذَابَ الْقَبْرِ .

৯ - দানশীল ব্যক্তি আমার থেকে এবং আমি তার থেকে আর আমি দানশীল থেকে কবরের আযাব তোলে নিব।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৬।

10 — حَلَفَ اللهُ بِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ .

১০ - আল্লাহ তাআ'লা নিজের ইজ্জত, মহানত্ব এবং বড়ত্বের শপথ করেছেন যে, কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২২।

সমাপ্ত

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজের গ্রন্থ সমূহঃ

(১) কিতাবুত্‌ তাওহীদ

(২) ইত্তেবায়ে সুন্না

(৩) কিতাবুত্‌ ত্বাহারা

(৪) কিতাবুস্‌ সালা

(৫) কিতাবুস্‌ সিয়াম

(৬) যাকাতের মাসায়েল

(৭) কিতাবুস্‌ সালা আলান্‌ নাবী (সঃ)

(৮) কবরের বর্ণনা

(৯) জান্নাতের বর্ণনা

(১০) জাহান্নামের বর্ণনা

(১১) কিয়ামতের আলামত

(১২) কিয়ামতের বর্ণনা

(১)ত্বালাকের মাসায়েল (প্রকাশের অপেক্ষায়)